ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 October, 2023 ■ আগরতলা ২১ অক্টোবর ২০২৩ইং ■ ৩ কার্ত্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ সপ্তমী

বোধনেই জনস্রোতে ভাসল শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। বোধনের শুরুতেই জনস্রোতে ভাসলো তিলোত্তমানগরী। সন্ধ্যে থেকেই পুজ মণ্ডপে ভিড় জমাতে শুরু করে ৮ থেকে আসে ৮০। একদিকে পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন পূজা পাঠ অন্যদিকে প্যান্ডেল প্রতিমা দেখার জন্য উৎসুক জনতার স্রোত বইছে বনেদি ক্লাবগুলোতে। প্রকৃতি দুহাত তুলে স্বাগত জানাচ্ছে আগমনীর জয়ধ্বনিকে। মানুষও তার হাসিমুখে পাথেয় করে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করলেন রাতভর। শহরের প্রতিটি রাস্তায় কালো মাথার সারি। অপার আনন্দে মানুষ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে চলেছে। বিভ্রান্ত পথিককে সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন পুলিশ ও ট্রাফিক। কেবল পায়ে হেঁটে কেউই দু চাকার জানে কেউবা চার চাকার গাড়িতে করে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করলেন। প্রতিটি ক্লাবেই প্যান্ডেলের ও প্রতিমার ছবি মোবাইল বন্দী করে রাখলেন উৎসবমুখর মানুষ। মাঝেমধ্যে ফ্রেশের আলো চোখ ঝলসে ওঠে। সেলফি তোলার ধুম ছিল প্রতিটি প্যান্ডেলে। যদিও এই বিষয়ে নতুনত্বের কিছু নেই। তবু স্মৃতি কোথায় রেখে দেওয়া অনেক দৃশ্যকে আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আনন্দ নেওয়ার স্বাদ টাই আলাদা। পূজো মন্ডপ ঘুরতে ঘুরতে মানুষ যখন ক্লান্তিবোধ করছেন তখন জল খাবার খেয়ে মাঝে আড্ডায় জমে গিয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে শুরু করছেন পরের যাত্রা। এরই মধ্যে শহরের অনেক মণ্ডপে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বস্ত্র বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ঘেরা ছিল। ঢাকের বাদির চেও মাইকের হাওয়া ছিল অনেক বেশি। প্রতিবছরই শহরের বনেদি ক্লাবগুলি নতুনত্ব থিম জনগণের সামনে তুলে ধরে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শান্তিপারা ঐকতান যুব সংস্থা এবারের পূজোতে প্যান্ডেল তৈরি করেছেন মায়াপুরের ইসকনের মন্দিরের আদলে। পুকুরের জলে ফোয়ারা মন্ডপের নিখুঁত কারুকার্য এবং আলোর রশোনা যেন নতুন সাজে ফুটে উঠেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব ফুটিয়ে তুলেছেন আদি যোগী মন্দির। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় শিব মন্দির। বাহারি আলোতে শিবের জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ছে আকাশ বাতাসে। মানুষ সেই অপূর্ব দৃশ্যকে ক্যামেরাবন্দি করে রাখলো। শিবনগর আমরা তরুণ দল ক্লাবের পূজা প্যান্ডেলের ভাবনা ছিল বৃন্দাবনের প্রেম মন্দির। রাধাকৃষ্ণের লীলর নানান দৃশ্য মূর্তিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। প্যান্ডেলের কারুকার্য ছিল নিখুঁত। দেবী দুর্গা প্রশান্তিকে তুলে ধরেছেন মৃৎশিল্পী। বাঁশের কারুকার্য দিয়ে নানা ধরনের প্রতিভা তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন রাম ঠাকুর সংঘের পুজো প্যান্ডেল। প্রতিমাতেও রয়েছে বনে দিয়ানা। ধলেশ্বরের প্রান্তিক ক্লাব তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন দেশের প্রযুক্তিতে তৈরি চন্দ্রযান। যা আজ সারা বিশ্বের কাছে নজির সৃষ্টি করেছে। বালি দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র এবং দেশের জনপ্রিয় রাম মন্দির তুলে ধরার চেষ্টা করেছে ইন্দ্রনগর ইউনিটি সামাজিক সংস্থা। প্রতিটি প্যান্ডেলেই যেন নতুনত্বের স্বাদ। উৎসব মুখর মানুষ দাঁড়িয়ে তাড়িয়ে দেখলেন গোটা প্যান্ডেল এবং প্রতিমার কারুকার্য। সপ্তমীর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বোধনকে বিদায় দিলেন।

উনকোটি ও উত্তর জেলা সফরে

প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে ত্রিপুরা এগিয়ে চলছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ অক্টোবর।। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে। আজ দুর্গোৎসবের ধর্মনগর সফরে গিয়ে একথা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ)মানিক সাহা। এদিন হলিকপ্টার করে বেলা সাড়ে এগারোটায় ধর্মনগরের বটরশির ওএনজিসি কমপ্লেক্সের অবতরণ করেছিলেন। সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন নয়াপাড়া কালীবাড়ি র দুর্গা পূজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। তারপর রওয়না দিয়েছিলেন ধর্মনগর এর ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা টাউন কালী বাড়ির দুর্গোৎসবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে এই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে যাতে সবাই শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে আনন্দ মুখোর ভাবে দিন কাটাতে পারে তার জন্য তিনি দুর্গা মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন। তিনি সারা রাজ্যের মানুষের জন্য দুর্গা মায়ের কাছে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে নির্বিঘ্নে পূজার দিনগুলি অতিক্রান্ত হওয়ার জন্য আশীর্বাদ কামনা করেন।

টাউন কালিবাড়ির অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের বাড়িতে খানিক সময় কাটানোর পর ধর্মনগরের রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির দুর্গোৎসব প্রদক্ষিণ করে দেওয়ানপাশার একটি ক্লাবের পূজা উদ্বোধন করে কৈলাসহর উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছিলেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরের সফর সঙ্গী ছিলেন, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, উত্তর জেলা বিজেপির সভানেত্রী মলিনা দেবনাথ, ধর্মনগর পুরো পরিষদের চেয়ারপারসন প্রদ্যুৎ দে সরকার, জেলা শাসক নাগেশ কুমার বি , উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ও বিজেপি দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-নেত্রী বৃন্দ।

দুই বৈরী গোষ্ঠীকে বেআইনী ঘোষণার বৈধতা খোঁজতে ট্রাইব্যুনাল গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। ইউএপিএ - এর অধীনে এনএলএফটি, ও এ টি টি এফ কে বেআইনি সমিতি ঘোষণা করার বৈধ কারণ বিবেচনা করতে এক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রের দ্বারা গঠিত এই ট্রাইব্যুনাল বিচার করবে এনএলএফটি, ও এটিটিএফ - কে বেআইনি হিসেবে ঘোষণা করার কিকি কারণ রয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বেআইনী কার্যকলাপ আইন, ১৯৬৭(৩৭) ধারা ৫ এর উপধারা(১) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে এনএলএফটকে বেআইনী ঘোষণা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে কিনা। গৌহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি মনীশ চৌধুরী রয়েছেন এই ট্রাইব্যুনালে।

গ্রিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল এ নাম নথিভুক্ত করলো সিদ্ধার্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। নিজের স্বপ্ন সত্যি করতে পেরে বাকরুদ্ধ সিদ্ধার্থ সাহা। কুইলিং পেপার দিয়ে হৃদয় তৈরি করে গ্রিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল এ নিজের নাম নথিভুক্ত করলেন সিদ্ধার্থ। এই খুশি তিনি শব্দে ব্যক্ত করতে পারছেন না। অত্যন্ত খুশি তার পরিবারের লোকজনও।

বেশ কয়েক বছর ধরেই গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল এ নিজের নাম নথিভুক্ত করার জন্য কুইলিং পেপার দিয়ে হৃদয় তৈরি করেছিলেন সিদ্ধার্থ। প্রায় ২৫৫৫১ টি হৃদয় তৈরি করে বিশ্ব রেকর্ড করলেন সিদ্ধার্থ। ইতিমধ্যেই এই সার্টিফিকেট তার বাড়িতে এসে পৌঁছেছে। সে জানায়, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাটি ফেলা নিয়ে বিবাদ, আহত এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ অক্টোবর।। পানিসাগর থানাধীন যুবরাজ নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাবার বাগানে মাটি ফেলা নিয়ে শুক্রবার দুই পক্ষের বিবাদের জেরে গুরুতর আহত হয় এক যুবক।পুজোর ষষ্ঠী দিনে এই ঘটনায় আহত যুবকের বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্তায় চিকিৎসা চলছে ধর্মনগর হাসপাতালে।

রাবার বাগানে মাটি ফেলা নিয়ে দুই পক্ষের বিবাদের জেরে গুরুতরা আহত যুবকের নাম সাগর নাথ (১৯)। তার পিতার নাম পরিতোষ নাথ। বাড়ি পানিসাগর থানাধীন যুবরাজ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্যানভাস ব্যাগ নিয়ে অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগ সিপিএমে'র, তদন্তের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। দুর্গোৎসবে রাজ্যবাসীকে উপহার দেওয়ার অছিলায় সাড়ে ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্যানভাস ব্যাগের মাধ্যমে নিজেদের প্রচার করছে শাসক দল বিজেপি। জনগণের টাকা বিলিয়ে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে শাসক দল বিজেপিকে এভাবেই সমালোচনায় বিধঁলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, আজ ত্রিপুরায় বিরোধী দলের সরকার ক্ষমতায় থাকলে এখন পর্যন্ত ইডি, সিবিআই দুয়ারে পৌছে যেত।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, সম্প্রতিকালে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সুলভ মূল্যে ন্যায্যমূল্যর দোকান থেকে সরিষা তেল সহ বিভিন্ন জিনিস ক্রয় করতে পারবেন। পাশাপাশি পণ্যগুলো গ্রাহকরা বাড়িতে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্যানভস ব্যাগ দেওয়া হবে। কিন্তু দেখা গেছে বহুল প্রচারিত উৎসবের উপহার সরকারের ব্যক্তবের সাথে পুরো উল্টো। তাছাড়া, বাস্তব চিত্র ফুটে উঠতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে সাধারণ মানুষ।

তাঁর কটাক্ষ, গোটা রাজ্যে আনন্দের বাতাবরণে অসত্য ও বিভ্রান্ত তথ্য দিয়ে শাসক দল বিজেপি নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করছে।জনগণের টাকা বিলিয়ে মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী নিজেদের প্রচার করছে।

তাঁর দাবি, সাড়ে ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ক্যানভাস ব্যাগ তৈরিতে সম্পূর্ন ঘোটালা আছে। জনগণের অর্থ নয়ছয় করা হয়েছে। তাই ক্যানভাস ব্যাগের প্রকৃত বাজার মূল্য নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছে সিপিএম।

বিদ্যুতের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কন্ট্রোল রুমে গেলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। শারদীয়া উৎসবে বিদ্যুৎ নিয়ে যেন কোথাও কোনো সমস্যা না হয় সেই দিক খতিয়ে দেখতে আজ ৭৯ টিলা স্থিত বিদ্যুৎ কন্ট্রোলের প্রধান কার্যালয়ে গেলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি এদিন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখেছেন। এদিন আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলা শেষে তিনি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই এসপি, ডিএম দের সঙ্গে বসে তিনি কথা বলেছেন। প্রত্যেক ক্লাবগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দুর্ঘটনা এড়াতে বিদ্যুৎ লাইনের আশেপাশে যদি কোনো প্যান্ডেল থাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বর্ণ, বস্ত্র ও টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২০ অক্টোবর।। পুজো মানেই আনন্দ, উল্লাস আর খুশির জোয়ার। প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও ধনি দরিদ্র সকলেই পূজার আনন্দে মেতে উঠেছে। তবে তার মাঝেই গত বুধবার আনুমানিক ২ ঘটিকার সময় বক্সনগর বাজারে উত্তর কলম চৌড়া বাগান বাড়ির এক নাম্বার ওয়ার্ডের তিন জন মহিলা যথাক্রমে সবিতা মন্ডল, সুভা সরকার, প্রতিমা সরকার,মনিকা সরকার পূজার কেনাকাটার জন্য বক্সনগর বাজারে গিয়েছিলেন। সর্বপ্রথম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা ও ছুটি

দুর্গোৎসব উপলক্ষে জাগরণ পত্রিকার সমস্ত পাঠক, হকার, ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পাশাপাশি পূজার ৪ দিন পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। ফলে পুজোয় পত্রিকা প্রকাশিত হবেনা।

কর্মধ্যক্ষ
জাগরণ

এসএফআই-এর রক্তদান শিবিরে

রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি খুবই শোচনীয় ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সদর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে শারদীয়া উৎসবকে সামনে রেখে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। এদিনের শিবিরে উপস্থিত থেকে মানিক সরকার নিজ বক্তব্যে রক্তদানের উপকারিতা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, রক্তদানের মত সামাজিক কাজ প্রত্যেককে নিজ বাড়িতে অনুষ্ঠিত করা প্রয়োজন। তবেই রক্তের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। তিনি বলেন, প্রত্যেকের বাড়িতে বছরের বেশ কয়েকবার বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিবাহবার্ষিকী, জন্মদিন, বিয়ে এমনকি কারো মৃত্যুবার্ষিকী। এই সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে প্রতিবছর যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়িতে রক্তদান করেন তার আহবান জানিয়েছেন মানিক সরকার।

পাশাপাশি তিনি এও বলেন, রক্তদান শিবিরে ১০ জন রক্ত দিচ্ছেন না কি ১০০ জন রক্ত দিচ্ছেন সেই বিষয়ে বিচার করলে চলবেনা। প্রথমে উদ্যোগটা গ্রহন করা জরুরী।

পাশাপাশি এদিনের রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি খুবই শোচনীয়। রাজ্যের মানুষের কাছে কাজ নেই, ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ সন্তান পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। বিষ খেয়ে গোটা পরিবার একসঙ্গে আত্মহত্যা করছেন। তবে বামফ্রন্ট সরকার থাকতে পূজার আগে অতিরিক্ত কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হত বলে দাবি করেছেন তিনি। এই মজুরি দিয়ে যেন প্রত্যেকেই পূজার আনন্দে মেতে উঠতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা হত। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২০ ▫ ২১ অক্টোবর ২০২৩ইং ▫ ৩ কার্তিক ▫ শনিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শারদ উৎসবে মাতোয়ারা

বোধনের মধ্য দিয়া শারদীয় দুর্গোৎসবের সূচনা। এই উৎসবের আনন্দ উল্লাসে জাতি ধর্ম বর্ণ সকল অংশের মানুষ মশগুল। দুর্গাপূজা হিন্দু বাঙ্গালীদের প্রধান উৎসব হইলেও এই রাজ্যে সকল ধর্মবর্ণ জাতি গোষ্ঠীর মানুষ আনন্দ উল্লাসে মাতোহারা হইয়া ওঠেন। এই উৎসব ঐতিহ্যের প্রতীক। দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব হইল দেবী দুর্গার পূজাকে কেন্দ্র করে ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত একটি হিন্দু উৎসব। এটি সারা বিশ্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা পালিত হয়। তবে ভারতের ত্রিপুরা ,পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িশা, বিহার, , ঝাড়খন্ড, উত্তর প্রদেশ (পূর্বাঞ্চল) এবং বাংলাদেশে ঐতিহ্যগত বিশেষভাবে উদযাপিত হয়।হিন্দু সম্প্রদায়ের সব চেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। এ পূজা হিন্দুরা ধর্মীয় আচার ও নিয়ম মাফিক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে উদযাপন করিয়া থাকে। ধনী গরিব নির্বিশেষে হিন্দু নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ সবাই নতুন সাজে সজ্জিত হইয়া দেবীকে দেখিবার জন্য মন্দিরে-মন্দিরে গমন করিয়া আনন্দ উৎসবে মাতিয়া ওঠে সকলে। বাংলার প্রতিটি হিন্দু প্রধান এলাকায় দেখা দেয় আনন্দের কোলাহল। মন্দিরে-মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ পূজার একটি ছোটখাট ইতিহাস রহিয়াছে। বলা হইয়া থাকে যে, খুব প্রাচীনকালে অযোধ্যায় রামচন্দ্র লঙ্কারাজ রাবণকে বধ করিবার জন্য অকালবোধন করে দুর্গাদেবীর বন্দনা করিয়াছিলেন। তাই এটি শারদীয়া দুর্গোৎসব নামে বিশেষভাবে খ্যাত। আবার মহারাজ সুরথ একদা রাজ্য ফিরিয়া পাওয়ার জন্য দশভুজার চাকুরিয়া ছিলেন পূজা করিয়াছিলেন। দেবীর দশ হাতে দশটি অস্ত্র থাকে। মহিষাসুর পদতলে অস্ত্রবিদ্ধ। দেবীর দক্ষিণে লক্ষ্মী এবং সিদ্ধির দেবতা গণেশ। বীণাপাণি সরস্বতী এবং সেনাপতি কার্তিক বামে। গণেশের পাশে কলাবউ মৃত্তিকা। যুদ্ধ সাজে সজ্জিতা দুর্গাদেবী সিংহ ও সাপ দ্বারা বেষ্টিত মহিষাসুর বধে উদ্যতা। দুর্গাদেবীর দশ হাতের দশ অস্ত্র দ্বারা আক্রান্ত অসুরকে তখন ভয়ংকর দেখায়। সিংহ দুর্গাদেবীর বাহন। ইঁদুর ও ময়ূর যথাক্রমে গণেশ ও কার্তিকের বাহন।

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ তেরো পার্বণ।এর মধ্যে দূর্গা উৎসব সবচেয়ে বড় উৎসব। এটি বাঙালির জনপ্রিয় উৎসব।এইসময় দূরদূরান্ত থেকে আত্মীয়-স্বজনরা বাড়ি ফিরিয়া আসেন।বছরে দুবার দুর্গাপূজা হয়। একবার বসন্তকালে ,একবার শরৎকালে। বসন্তকালে বাসন্তী পূজা বলা হয়।এই শরৎ কালের উৎসব উৎসবটি বাঙালির বড় উৎসব।চার দিন ধরিয়া এই উৎসব পালিত হয়। সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী এই চারটি তিথিতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়।সপ্তমী থেকে পুজো শুরু হয়, দশমীতে বিজয় হয় অর্থাৎ ভাসানো উৎসব এর মধ্যে দিয়ে প্রতিমা বিসর্জন করা হয়।

চারদিন বিভিন্ন পূজা মন্ডপে অনুষ্ঠিত হয় বিচিত্রা অনুষ্ঠান মাইকের শব্দে চারিদিক ভরিয়া যায়। ঢাকের বাদ্য বাতাসে বাতাসে মুখরিত হয়।সকলে নতুন জামা পড়িয়া পূজামণ্ডপে হাজির হয় দূর্গা পূজার কাহিনী নিয়া পৌরাণিক গল্প আছে।বছরে তিন দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি কৈলাস থেকে ,সন্তানদের নিয়ে উমা হিমালয় বাপের বাড়ি আসেন। এই আগমনকে কেন্দ্র করিয়া পিতৃ পক্ষের আনন্দের উৎসব বয়ে যায়ঠিক সেই মতো আমাদের সংসারে মেয়েরা তিন দিন বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসেন।

পুরাণে দুর্গাপূজাকে ঘিরিয়া প্রধান চারটি গল্প আছে। রাজা সুরথের গল্প, মধুকৈটভের গল্প, মহিষাসুরের কাহিনী, শুম্ভ ও নিশুম্ভের কাহিনী। রাজা সুরথ ছিলেন পৃথিবীর রাজা। তাঁহার মনের মধ্যে নানান রকমের দুশ্চিন্তার কারন তিনি জানতে চাহিয়াছিলেন এক ঋষির কাছে। ঋষি বলেন এইসব কিছু দেবী দুর্গার প্রভাবে হইতেছে। এই কথা জানিবার পরে রাজা সুরথ দেবী দুর্গার কঠিন তপস্যা করেন। দেবী দুর্গা প্রসন্ন হয়ে রাজাকে তাঁহার হারানো রাজ্য ফিরাইয়া দেন।

বাঙালী যেখানে দুর্গাপূজাও সেখানে। আজ যেমন বাঙালী বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া ছিটাইয়া বিরজমান, ঠিক তেমনভাবেই দুর্গাপূজাও বিশ্বব্যাপী আয়োজিত হইয়া থাকে। ভারতের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ও নেপাল এ দুর্গাপূজা বেশ জাঁকজমক ভাবেই পালিত হইয়া আসিতেছে বহু বছর ধরিয়া।সারা বছরের জমানো ক্লান্তি ম্যাজিকের মতো ঘুচে যায় দুর্গাপূজার জন্য। অন্য কোন পূজা এইভাবে ক্লান্তি ঘোচাইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। তাই তো বাঙালীরা যে যেখানেই থাকুক না কেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে এই কয়েকটি দিনের জন্য। গ্রাম ত্রিপুরায় দুর্গাপূজা জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়া থাকে। এই ওসব জাতি ধর্ম বর্ণ সকল অংশের মানুষের জন্য সুখ সমৃদ্ধি বইয়া নিয়ে আসুক সেটাই প্রার্থনা।

সহজ পাঠে পড়া ছোটবেলার দৃশ্যগুলো এবার ফুটে উঠেছে পুজো মণ্ডপে

উত্তর দিনাজপুর, ২০ অক্টোবর (হি.স.): ছোটবেলার শিশুদের সঙ্গে ও শিশুর মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে দেবী দুর্গা ও দেবী পরিবারের সদস্যদের। উদ্যোক্তা আরও জানিয়েছেন, তাঁদের থিম অভিনবত্বের ছোঁয়া রাখে।

এই পুজোর উদ্দীপনা চোখে পড়ে। প্রতি বছর মানুষকে আনন্দ দেয় বিভিন্ন পুজো কমিটির রকমারি থিমের মণ্ডপ। উত্তর দিনাজপুর ইসলামপুর ক্ষুদিরাম পল্লির দুর্গা মণ্ডপে এবারের থিম ‘সহজ পাঠ’। সহজ পাঠে পড়া সেই ছোটবেলার দৃশ্যগুলোই এবার ফুটে উঠেছে পুজো মণ্ডপে।

পুজো কমিটির সদস্যরা জানান, তাঁদের মণ্ডপে ছোট বড় প্রত্যেকেই আকৃষ্ট হবেন। কারণ ছোটবেলায় সেই মায়ের কাছে বকুনি খেতে খেতে পড়াগুলো চোখের সামনে ভাসবে। মা দুর্গা এখানে স্বয়ং মা রুপে ধরা দিয়েছেন। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী এখানে স্কুলের ছাত্রছাত্রী যাঁরা পড়তে যাচ্ছেন।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, সেই ছোটবেলার শিশুদের সঙ্গে ও শিশুর মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে দেবী দুর্গা ও দেবী পরিবারের সদস্যদের। উদ্যোক্তা আরও জানিয়েছেন, তাঁদের থিম অভিনবত্বের ছোঁয়া রাখে। দর্শক আকৃষ্ট হবেন তাঁদের পুজোর প্রতি।

ট্রেনের ধাক্কায় বিহারে একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু

আরাহ, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : বিহারে একই পরিবারে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ট্রেনের ধাক্কায়।শুক্রবার ট্রেনের ধাক্কায় বিহারের আরা-সাসারাম রেল সেকশনের চরপোখারি থানা এলাকার দুলাউর টোলার কাছে একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে একজন মহিলা ও তাঁর দুই শিশুও ছিল। মৃত মহিলার নাম গুড্ডি দেবী(২৮)।

অনুমান করা হচ্ছে, ওই মহিলাকে বহুদিন ধরেই তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন নির্যাতন করছিল। নির্যাতনের কারণেই মহিলা সন্তানদের নিয়ে ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

মৃতার বাবা জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার তাঁর মেয়েকে অত্যাচার করা হয়েছিল। মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে মেয়ের ও তাঁর সন্তানদের মৃত্যুর কথা জানতে পারেন তিনি। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ তিনটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কুমারী পূজা

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

আশ্বিন মাসের শরৎ ঋতুতে অনুষ্ঠিত শারদীয়া দুর্গাপূজার নবমী তিথিতে পালিত হয় কুমারী পুজা। জগতের প্রত্যেকটি নারী আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশে জন্ম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতে --- ‘সব স্ত্রীলোক ভগবতীর এক-একটি রূপ। তবে শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর বেশি প্রকাশ’। এই ভাবটা পর্যাপ্ত পরিমানে নিহিত থাকে দুই থেকে দশ বছর বয়স্কা কুমারী মেয়েদের মধ্যে। তাই এই বয়সের কন্যাদেরই ভগবতী রূপে পূজো করার নিয়ম।

তাহলে কি ধরে নিতে হবে বয়স্কা নারীরা শুদ্ধাত্মা হন না ? নারী মাত্রই আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে তাঁদের মনে কলুষতা এসে যায় তাছাড়া বয়স্কা নারী বা বিবাহিতা নারীরা কুমারী পূজোর পক্ষে অযোগ্যা বলে বিবেচিত হন। কারণ নারী ধর্ম আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালেই তাঁদের ভগবতী রূপে পূজো করা উচিত। তাই বলে বয়স্কা নারী বা বিবাহিতা নারীরা শুদ্ধাত্মা নন একথা মনে স্থান দেওয়াও পাপ। রানি রাসমনি দেবী ছিলেন অষ্ট সখীর এক সখী। বিয়ের রাতে স্বয়ং রঘুনাথ এসে তাঁর হাতে শালগ্রাম শিলা দিয়ে গিয়েছিলেন, শুদ্ধাত্মা ব্যতীত এই রকম অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে পারা কি সম্ভব কখনো ? স্বয়ং মাকালী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রকৃত শুদ্ধাত্মা না হলে কি মাকালী কখনো দেখা দিতেন ?

স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন — ‘মাটির প্রতিমায় দেবতার পূজা হয়, আর মানুষের হয় না’। তিনি শুধু বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি সারদা মাকে জগন্মাতা জ্ঞানে পূজোও করেছিলেন। কাশীপুর লীলায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অপ্রকট হওয়ার আগে শ্রীশ্রীমাকে নিজের শরীর দেখিয়ে বলেছিলেন — “এ আর কি করেছে, এর থেকে অনেক বেশি কাজ তোমায় করতে হবে”। শুদ্ধাত্মা না হলে কি শ্রীশ্রীমাকে এতবড় গুরুদায়িত্ব তিনি এমনিই দিয়েছিলেন ? পরবর্তীকালে স্বয়ং স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে জ্যান্ত দুর্গা বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি শুভ-অশুভ কাজের আগে স্বামীজী শ্রীশ্রীমায়ের পরামর্শ নিতেন। মঠের সমস্ত সন্ন্যাসী ও ভক্তদের মা নিজ সন্তান রূপে ভালোবাসতেন ও স্নেহে করতেন। এমন অপাপবিদ্ধ নিঃস্বার্থ মা এই যুগে বিরল।

আবার অন্যদিকে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব হোলকার রাজ্যের মহারানি অহল্যাবাইকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—“তুই আমার পরম ভক্ত। তোকে একটি কাজ করতে বলার জন্যই আমার আগমন। উত্তরবাহিনী পুণ্যসলিলা জাহ্নবী তীরে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র বারাণসীধামে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম লিঙ্গ হিসাবে আমি সদা বিরাজমান। এই লিঙ্গ হল সব থেকে পবিত্র। একসময় মন্দিরেই আমার অধিষ্ঠান ছিল। তুই নতুন করে বারাণসীধামে আমার মন্দির স্থাপন করে প্রতিষ্ঠা কর। নর্মদায় স্নানের সময় একটি পাথরের শিবলিঙ্গ পাবি। বারাণসীর নতুন মন্দিরে সেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করবি। তাতেই আমি চিরজাগ্রত থাকব”। মহারানি অহল্যাবাই যে কতবড় শুদ্ধাত্মা ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা নির্দেশিত হয়ে ভক্ত প্রবর রূপ গোস্বামী বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার কার্যে নিযুক্ত হয়ে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। ভক্ত প্রবর রূপ গোস্বামীর আগমন বার্তা জানতে পেরে মেবারের গৃহত্যাগী রানি মীরাবাই দর্শন করতে এসেছিলেন তাঁর পর্ণ কুটিরে। রূপ গোস্বামী তখন জপে ব্যস্ত ছিলেন। তাছাড়া মীরাবাই নারী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে তিনি অস্বীকার করেন। মীরাবাই সেই কথা শুনে বলেছিলেন — বৃন্দাবনে তো একজনই পুরুষ, তিনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আর সকলেই তো নারী। আমরা সকলেই তাঁকে নারী রূপে স্মরণ-মনন করে চলেছি। রূপ গোস্বামী অতঃপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। শুদ্ধাত্মা ব্যতীত এমন তত্ত্ব কথা কি কারো মনে ধরা সম্ভব ?

তবে এটাও ঠিক যে, জগতের সব কুমারীরাই যে শুদ্ধাত্মা তা নয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে উচ্চসংস্কারযুক্ত এবং সুলক্ষণাযুক্ত কুমারীকেই পুজো করা উচিত, কারণ তাঁদের মধ্যেই পর্যাপ্ত পরিমানে মাতৃভাব নিহিত থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ হয়তো তাঁর গুরুদেবকে অনুসরণ করেই বেলুড় মঠে ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে কুমারী পুজোর প্রবর্তন করেছিলেন। কুমারীদের মাতৃরূপে বন্দনা করে তাঁদের ভিতর দৈবশক্তি জাগিয়ে লোকশিক্ষা দেওয়াই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। নারীরা অবজ্ঞা বা অবহেলার পাত্রী নন বরং তাঁরা শুদ্ধ মাতৃস্বরূপিনী হয়তো এটাই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। কুমারী পুজার ফলে নারীদের প্রতি স্বভাবতঃই অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি জাগরুক হয়। আবার সৎ, সাত্ত্বিক এবং পবিত্র মানুষদের মধ্যে সেই ভাব থাকে আরো বেশি। আর সুলক্ষণা সুশ্রী কুমারী মেয়েদের অন্তরে থাকে দৈব শক্তির প্রবল প্রভাব। দ্বিতীয়তঃ স্বামীজী তন্ত্রশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে কুমারী পুজোর প্রাধান্যতার কথা লিপিবদ্ধ করা আছে। দেবী দুর্গা তন্ত্রের দেবী তবে তন্ত্রের নির্দেশ আরো গভীর। তন্ত্র মতে কুমারী পূজা ব্যতীত দুর্গা পূজা সম্পন্ন হয় না। দুর্গাপুজোয় কুমারী পূজা হলো এক অপরিহার্য অঙ্গ। সেই হেতু তিনি নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে কুমারী পুজো পালন করেছিলেন। তৃতীয়তঃ তিনি ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক। সর্বদা তিনি মানুষের কল্যানের কথা ভাবতেন। কুমারী পুজোর মাধ্যমে তাঁদের ভিতর দৈবশক্তি জাগিয়ে তিনি মানুষের কল্যানে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজো প্রবর্তন করার পূর্বেই স্বামীজী আরো দু’বার কুমারী পুজো করেছিলেন। প্রথমবার ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কাশ্মীরে ভ্রমণ করতে গিয়ে এক মুসলমান মাঝির চার বছরের কন্যাকে আর দ্বিতীয়বার ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কন্যাকুমারী ভ্রমণ করতে গিয়ে এক উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে মন্মথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যাকে। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে গায়ে জ্বর নিয়ে স্বামীজী ন’জন কুমারীকে পুজো করেছিলেন। সেবার স্বয়ং সারদাদেবী সেই পুজোয় উপস্থিত ছিলেন। দুর্গাপুজোর সপ্তমীতে একজন, অষ্টমীতে দু’জন এবং নবমীতে তিনজন অথবা প্রত্যেকদিন ন’জন কুমারীকেও পুজো করা যায়। এমন কি অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী এবং কালী পুজোতেও কুমারী পুজো করা যায়। কুমারী পুজোর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল নারী জাতিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সন্মান জ্ঞাপন করা হয়।

পুরুষ দেবতাদের শক্তির তুলনায় মর্ত্যবাসীরা নারী শক্তিতে বেশি আস্থাশীল এবং আন্তরিক দুর্বলতাও পোষণ করেন সর্বাধিক। কুমারী পুজোর মাধ্যমে মানুষের অন্তর্গভীরের সুপ্ত মাতৃভক্তির সনাতন ভাবখানাই ফুটে ওঠে। কুমারী পুজোর এখানেই সার্থকতা। কামাখ্যা মন্দিরে , কন্যাকুমারীতে এবং ভারতের বিভিন্ন শাক্তপীঠে প্রতিদিনই কুমারী পুজোর প্রচলিত নিয়ম আছে।

নারীশক্তির অধীনে বিরাজ করে পুরুষশক্তি। পুরুষের যাবতীয় শক্তির উৎস নিহিত থাকে নারীশক্তির সত্ত্বায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পৃথিবীর প্রত্যেকটি পুরুষ নারী জাতির কাছে ঋণী। যেই দেশ বা সংসারে নারীরা সন্মান পান না, সেই দেশ বা সংসারে কখনও উন্নতিও হয় না। এই প্রসঙ্গে ইংরেজিতে বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য আছে — Behind every successful man– there stands a woman। কথাটা উত্থাপন করার একমাত্র কারণ এই যে, শুধু প্রাচ্যে নয় এই সর্বজন স্বীকৃত মতটি পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও একান্তভাবে তাৎপর্যপূর্ণময়। তাঁরা তুলনায় আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলেও তাঁদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার অভিজ্ঞতার দ্বারা স্বীকার করে নিয়েছেন কথাটা। নারী যে পুরুষের চেয়ে মহান ও শ্রেষ্ঠ সেকথা তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেন।

আমাদের দেশের প্রথম বাঙালি যিনি নারী জাতির শ্রেষ্ঠত্ব কায়মনোবাক্যে স্বীকার করেছিলেন তিনি আর কেউ নন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়। ‘মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে’ — তিনি আমাদের দেশের মহিয়সী নারীদের কথা ভেবে অশ্রু বিসর্জন করতেন। সেই কারণে তিনি তৎকালীন সমাজ ব্যাবস্থার বিরুদ্ধাচারণ করে আইনের সহায়তায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ প্রচলন করেছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দেহে প্রাণ ছিল তিনি অকাতরে নারী জাগরণের সপক্ষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সেই কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মানুষ স্ত্রীজাত পক্ষপাতী বলেও অবিহিত করেন। তিনি সমগ্র নারী জাতি সম্পর্কে বলেছিলেন —“যে দেশে পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, কেবল লৌকিক রক্ষশই প্রধান ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে”। মনু সংহিতায় বলা আছে —“যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ / যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রা ফলাঃ ক্রিয়া”। অর্থাৎ যেখানে স্ত্রীজাতি পূজিতা, সেখানে দেবতারা খুশি হন। যেখানে নারীদের পূজা নেই, সেখানে সকল ধর্মকর্ম নিষ্ফল। বলাবাহুল্য, নারী একাধারে শক্তির উৎস এবং মানব সভ্যতারও প্রধান কারণ। নারীর অবমাননা সমগ্র জাতির অবমাননা, দেশের অবমাননা এবং মনুষ্যত্বের অবমাননা। সুতরাং কুমারী পূজার গুরুত্ব অসীম। কুমারী পূজা দুর্গা পূজার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত।

পুজো অর্চনা, সনাতন ধর্ম ও উদয়নিধি

সূর্যাংশু ভট্টাচার্য

ধর্ম নিয়ে গেলেই আছে কীর্তন। আমাদের তো বারো মাসে তেরো পার্বন। এই সব পার্বন কেন্দ্রীয় সরকারি ছুটি। এর মধ্যে আবার ইউনেস্কোর নাকগলানো শুরু হয়েছে। কলকাতার দুর্গা পুজো ইউনেস্কোর তারিফ পেয়ে পৃথিবীময় খ্যাতি অর্জন করেছে। কলকাতার বাইরে যে বিস্তৃত দুর্গাপুজোর জগৎ তা নিয়ে হিন্দু বাঙালি আর তত মাথা ঘামায় না। তবে সর্বত্রই দুর্গাপুজোর মধ্যে ঢুকে পড়েছে শিল্পের নানা শাখা, কৃষ্টির নানানরকম। সাধারণ হিন্দুরা দুর্গা পুজোর আধ্যাত্মিক দিকটি তত বোঝে না। পুজোর কর্মকর্তা ও পুজোর আয়োজকরাও যে বোঝেন তাও মনে হয় না। তবে মণ্ডপ সজ্জা, দুর্গার চালচিত্রের বৈচিত্র এবং সৃজনশীলতা নিয়ে সকলেই ভরপুর। ধর্ম নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে বাড়াবাড়ি প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। তবে ব্রাহ্মণই পুরোহিত হবেন, অন্য কোনও জাতের কেউ পুরোহিত হবেন না, এই নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব দেখা যায় না। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেও পুরোহিত হতে পারবে না, এ ব্যাপারেও ঐক্যমত্য দেখা যায়। পুরুষের আধিপত্য নির্বিবাদে হাজার হাজার বছর ধরে চলছে। ধর্ম নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতে বড় একটা দেখা যায় না। জাতপাত, নারী পুরুষ, পুরোহিত-অপুরোহিত-এসব ব্যাপারটা নীরবে নিভৃতে চলে।

দুর্গা পুজো নিয়ে কোন ও সমস্যা নেই। ধর্মে ধর্মে রেষারেষিও নেই বললেই চলে। ইদানিং হিন্দু ধর্মের মধ্যেই একটা কোলাহলের সূচনা হয়েছে। এই কোলাহলটা নতুন কিছু নয়। এই কোলাহলের আর একটি নাম হচ্ছে হিন্দু ধর্মেণ মধ্যে জাতিভেদ প্রথা। জাতপাতের ভেদ বিচার জীর্ণ হিন্দুধর্ম। বিশ শতকে মহাত্মা গান্ধি স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে হিন্দু জাতবিচারে একেবারের তলানির দিকে যে মানুষজন, যাদের আমরা বলি ‘মেথর,’ তাদের জাতের রাহু তেকে মুক্ত করার ব্রত উদযাপন করেন। মেথরা কারা? মেথর হচ্ছে তারাই যাদের পেশা হচ্ছে মানুষের মল পরিষ্কার করা এই মেথররা যদি মল নিয়মিত পরিষ্কার না করে তবে শহরবাসী মলের দুর্গন্ধ এবং বায়ুদুষণে অসুস্থ হয়ে পড়বে। সমাজের এই উপকারী শ্রেণির লোকদের উচ্চশ্রেণির হিন্দুরা তাদের বাড়িতে ঢুকতে পর্যন্ত দেয় না। গান্ধিজি এই জাতপাতের অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। নিজে মল পরিষ্কারের সঙ্গী হলেন। মেথর পল্লিতে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশলেন। মেথরদের নতুন নামকরণ করলেন ‘হরিজন’। গান্ধিজি যে পত্রিকা প্রকাশ করতেন, তার নামও দিলেন “হরিজন”। “হরিজন”-এর ব্যাসবাক্য হল “হরির জন’। অর্থাৎ ভগবানের আপনজন। ভগবানের আপনজনকে ঘৃণা করতে নেই, করতে হয় সমাদর-- বললেন গান্ধিজি। স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধিজির এই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এক নতুন মাত্রা পেল। মেথররা আর অন্ত্যজ রইল না। পেশাগত কাজের পরে তারাও দলবেঁধে গান্ধিজির প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে লাগল। জাতিভেদের একটু হলেও উপশম হল। সনাতন ধর্মবাদীরা এব্যাপারে একেবারে চুপ। এদিকে বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা গান ধরলেন, “আমরা বাঙালি, বাংলা মা-র সন্তান”। বাঙালির পরিচয়ে বাঙালিত্ব রইল, কিন্তু ভেদাভেদ রইল না। জাতিভেদের বিরুদ্ধে চর্চা দানা বাঁধতে থাকল।

এদিকে শরৎসন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হাওয়া জেলার কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। তাঁর উপন্যাসে পুরোহিতদের বিষয়টি খোলামনে উপস্থাপন করলেন, এক বিয়ের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। এক বিয়ে বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে। যজ্ঞের আগুনকে স্বাক্ষী করে পাত্র পাত্রী বসে আছে। পুরোহিত মসাই তাঁদের মন্ত্র পড়াচ্ছেন। চারদিকে বসে আছে আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবরা। একজন আত্মীয় মনোযোগ দিয়ে পুরোহিতের মন্ত্রপড়া শুনছিলেন। উদাত্ত কন্ঠে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। চারদিক গমগম করছে। হঠাৎ সেই আত্মীয় বলে উঠলেন, ‘এ কি পুরুত মশাই, আপনি তো শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ছেন, ঠিক মন্ত্র বলুন’। পুরোহিত মশাই উত্তরে বললেন, এই একটা মন্ত্রই আমার শেখা। এই মন্ত্র দিয়েই অন্নপ্রাশন হয়, উপনয়ন হয়, বিবাহ সম্পন্ন হয়, শ্রাদ্ধও হয়। আমার অন্য কোনও মন্ত্র জানা নেই। জানার দরকার নেই।”

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই ধর্মীয় কাহিনি জানিয়েছেন সনাতন ধর্মধ্বজদের অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকটিত করার জন্য নয়, ধর্ম আচরণের মধ্যে যে অন্তঃসারশূন্যতা বিদ্যমান তা সংশোধনের প্রয়োজনের কথা সকলকে জানানোর তাগিদে। এটা সকলেই জানেন যে অধিকাংশ পুরোহিতই বংশপরম্পরায় পৌরোহিত্য করেন। তাঁদের বিদ্যার দৌড় অল্প। সেই অল্প বিদ্যা নিয়ে তাঁরা বড়বড় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ান। তাঁদের আরও পড়াশোনা করতে বললে হাসেন। এই বিদ্যার ব্যাপারটা নিরসন করার জন্য আমি একসময়, রামমোহন হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শংকর ঘোষাল মহাশয়কে অনুরোধ করেছিলাম পুরোহিত ট্রেনিং স্কুল খোলার জন্য। তিনি তা করেছিলেন। কিন্তু পুরোহিতরাই যদি ট্রেনিং নিতে আগ্রহী না হন, তবে কাকস্য পরিবেদনা! পৌরোহিত্যের সমস্যা দুইভাবে সমাধান করা যেতে পারে। এক, যাঁরা ব্রাহ্মণ পুরেহিত অল্প বিদ্যা নিয়ে পৌরোহিত্যকে পেশা করেছেন, তাঁদের জন্য পুরোহিত ট্রেনিং বাধ্যতামূলক করা। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের বলতে গেলে যে তাদের পুরোহিত ট্রেনিং পাশ করতেই হবে। না হলে কেউ তাদের পূজার্চনা করতে ডাকবে না। দুই, যারা জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ নন, অথচ যাদের আছে,পড়াশোনা আছে, বিদ্যা আছে, আচার অনুষ্ঠানের প্রতিচ আগ্রহ আছে, তাদের জন্য পৌরোহিত্যের দরজা খুলে দেওয়া। এতে পুর্জাচ্চানা যথার্থ হবে। শ্রাদ্ধের মন্ত্র দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান হবে না। কিন্তু সনাতন ধর্মধারীরা কি এই প্রস্তাবে রাজি হবেন? কারণ জাতপাতের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে সনাতন ধর্ম। তার প্রাচীন ইতিহাস খুঁজলে বংশপরম্পরা ব্রাহ্মাণ্যবাদের শাসনের কথা বেরিয়ে পড়বে। সহজে অনুমান করা যায় যে সনাতন ধর্মের সপক্ষে যারা আচে তারা কোনওমতেই এই প্রস্তাবে রাজি হবে না। কারণ সনাতন এই বিভেদমূলক ব্যবস্থার ভিত্তিভূমির উপরেই তাদের জাতপাতভিত্তিক সৌদের প্রতিষ্ঠা। ইদানিং তামিলনাড়ু যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন সনাতন ধর্মের অবলুপ্তির পক্ষে কিছু অভিমত প্রকাশ করেছেন। উদয়নিধির বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। তিনি অবশ্যই সনাতন ধর্মের রাজনীতির বিপক্ষে মতামত দিতে পারেন। তবে কখনই তাতে অপরিণত কথা বা কাজের ছাড়পত্র থাকতে পারে না। সনাতন ধর্ম সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা থাকতেই পারে । সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে আপসহীন অবস্থান গ্রহণের অধিকারও অবশ্যই উদয়নিধির আছে, এই বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু যে সনাতন ধর্মের আওতায় কোটি কোটি মানুষ, সেই ধর্মের বিরুদ্ধে বলতে গেলেও তার ভাষা মার্জিত হওয়া প্রয়োজন। ভাষা ও ভঙ্গি, কোনও বিষয় উপস্থাপনে সংযম কাম্য। নইলে কটুভাষণের পর্যায়ে চলে যাবে সেই বক্তব্য। ফলে প্রার্থিত সংস্কার লব্ধ হওয়া দুষ্কর। যাঁরা ধর্মের সংস্কারে ব্রতী হতে চান, তাঁদের সংযত হওয়াই কাম্য। ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে সনাতন ধর্ম। শঙ্করাচার্য্য যেমন সনাতন ধর্মের একজন নিয়ন্ত্রক তেমন নিয়ন্ত্রক আরও আছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত হচ্ছেন সনাতন ধর্মের অন্যতম নিয়ন্তা। উদয়নিধিকে ভেবেচিন্তে তাঁর বক্তব্য রাখা উচিত। তাঁর বক্তব্য- করোনা, ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গির সঙ্গে সনাতন ধর্ম তুলনীয়। এমন বক্তব্যে সনাতন ধর্মধারীদের বিরোধিতার বদলে বক্তার অসারতা প্রতিপন্ন করে। উদয়নিধি পরবর্তী পর্যায়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে সনাতন ধর্মের আদর্শকে মুছে ফেলার উদ্যোগের কথা বলেছেন। কিন্তু সনাতন ধর্মের সঙ্গে করোনা/ম্যালেরিয়া/ডেঙ্গির তুলনাকে সাধারণ মানুষ কতটুকু গ্রহণ করবে, তা সন্দেহের বিষয়।

তাছাড়া কেন্দ্র শাসন চালাচ্ছে বিজেপি। বিজেপির মেরুদণ্ড হচ্ছে আর এস এস। তারা রাজনৈতিকভাবে উদয়নিধির বক্তব্যের মোকাবিলা করবে। তার তোড়জোড় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া সামনে লোকসভার নির্বাচন। পরিস্থিতি এমনিতেই টালমাটল। তার মধ্যে এসে পড়েছে উদয়নিধির আগুনের গোলা সনাতন ধর্ম নিপাতের ঘোষণা। এই তাণ্ডবে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা উঠবে, সনাতম ধমীর গায়ে স্পশটি লাগবে কিনা সন্দেহ।

ইতিহাস কী বলে? সনাতন ধর্মের উপর আঘাত আগেও এসেছে। বৈষ্ণব ধর্মে সনাতন ধর্ম নিশ্চিহ্ন। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের বাইরে সনাতন ধর্ম আছে। ব্রাহ্ম ধর্মে সনাতন ধর্মের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম সনাতন ধর্মকে গ্রাস করতে পারেনি। মতুয়া ধর্ম সনাতন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের এক বিরাট সংখ্যক মানুষকে পৃথক করতে পেরেছে। কিন্তু তার বাইরে দিব্যি আছে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবিত সনাতন ধর্মের জাতপাত। সাঁই বাবার সম্প্রদায়ে নেই সনাতন ধর্মের স্পর্শ। কিন্তু সাঁই সম্প্রদায়ের বাইরে সনাতন ধর্ম বেশ আছে। এ রকমের আরও বহু সম্প্রদায় আছে সনাতন ধর্মের বাইরে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই সনাতন ধর্মকে বিলুপ্ত করতে পারেনি। রামকৃষ্ণ মিশন এর মতো কত প্রতিষ্ঠান আছে। সনাতন ধর্মধারীরা বিবেকানন্দের কথা শোনে, তার বই পড়ে। কিন্তু সনাতন ধর্মের প্রভাব কমে কোথায়? রবীন্দ্রনাথ নিজে জাতপাতহীন সমাজের জন্য কম লড়েননি। তাতে কী ফল হল? তিনি লিখেছেন- “এসো ব্রাহ্মণ সূচী করি মন / ধর হাত সবাকার...।” কিন্তু কে শোনে কার কথা। ব্রাহ্মণরা কি নমঃশূদ্রদের হাত ধরেছে? জাতপাত কি বিলীন হয়েছে? হয়নি। এই নিয়ে ক্ষোভ আছে, আছে অসন্তোষ, পথ খোঁজা আছে। সনাতন ধর্মের দাপট কমেছে, কিন্তু আছে। উদয়নিধির ক্ষোভে কোনও ভুল নেই। সনাতন ধর্ম থেকে জাতপাত উঠে যাওয়া উচিত। জাতপাত উঠে গেলে সনাতনপন্থী হিন্দুদের মধ্যে এক মহান ঐক্যের জন্ম হবে। এই ঐক্য ভারতকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেবে। সেই প্রচেষ্টা শুরু হোক আগামী দুর্গা পুজো থেকেই। পুজোর মণ্ডপে, পুজোর বাড়িতে প্রবেশ করতে দেওয়া হোক ব্রাহ্মাণের সঙ্গে বৈশ্য, শূদ্র, মেথর,চাষি সকল মানুষকে। মানুষের মানুষে তফাৎ নেই এটাই হোক সনাতন ধর্ম। কয়েক বছর আগে বেহাল অঞ্চলের এক দুর্গাপুজো কমিটি আমাকে অনুরোধ করেন তাঁদের দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করার জন্য। দুর্গাপুজোর উদ্বোধন ব্যাপারটা এখন খুব চালু হয়েছে। যেমন চালু হয়েছে ‘খুঁটি পুজো’। এসব আগে ছিল না। তবে পুজোর মরশুমে কলকাতা রাজপথে মানুষের ঢল নামে। দেখা যায় আনন্দের বিস্ফোরণ। অনেক বলেন এই আনন্দের বিস্ফোরণর মধ্যেই সুপ্ত আছে এক আধ্যাত্মিকতা। এটাই সম্ভব, তা না হলে কোটি কোটি মানুষ পুজোর নামে রাতে হাঁটছে তো হাঁটছেই, হাসছে, তা হাসছেই। নিদ্রাহীন হয়ে কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে। এসবই সনাতম ধর্মেণ মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। সেদিন উদ্বোধন করতে গিয়ে একটা কথা বলেছিলাম শ্রোতা মহিলাদের উদ্দেশ্য। বলেছিলাম পুজোর বহু কাজ আপনারা করেন কিন্তু করেন না পৌরোহিত্যের মূল কাজটি। আপনারা অনেকেই সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেন। বাড়িতে প্রত্যহ করেন পুজো। কিন্তু বড় পুজো এবং সর্বজনীন পুজোতে আপনারা অগ্রসর হতে চান না। সম্ভবত পুরুষতন্ত্রের কথা ভেবেই আপনারা পিছিয়ে থাকেন। আমি বলি, আগামী বছরে সব কুসংস্কার ঝেনে ফেলে দিয়ে পবিত্র পুজোকে পরিত্রভাবে করুন।। মনে রাখবেন পুজোর অধিকার যেমন আছে পুরুষের, তেমন আছে নারীর। অর্থাৎ সব মানুষই দেবতার পুজোর অধিকারী। ভগবানের প্রদত্ত সংবিধানে স্বীকৃত সে অধিকার। সে সংবিধানের ১৪ (গ) ধারায় লেখা আছে, “আমার সৃষ্ট মানুষ (স্ত্রী ও পুরুষ) আমার পুজো করিবে। সকলের ভক্তিপূর্ণ পুজোই আমার কাম্য।” বলা বাহুল্য, এটাই সনাতন ধর্ম। এই নিয়ে সব বিবাদ-বাদানুবাদ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীতে আছে এক জাতি, সে জাতির নাম মানব জাতি, সেখানে কোনও ভেদাভেদ নেই। নেই কোনও অসাম্য।

প্রাচীনকালে ভেদাভেদ তৈরি হয়েছিল ক্ষমতা দখলের সামাজিক লড়াই থেকে। পুরোহিতদের মনে করা হত ভগবান (দেবতা) ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র। সেই জন্য পুরোহিতেরা ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠে। যোদ্ধারা (ক্ষত্রিয়) ক্ষমতাসীন হয়ে ওঠে, তারা শক্তিশালী। এইভাবে সমাজে তিনটি প্রধান জাত দেখা যায়, যোদ্ধা, পুরোহিত এবং কৃষক। এই বিভাজন থেকেই পরবর্তীকালে ভেদের নতুন ধারা দেখা দেয়১) ব্রাহ্মণ, ২) ক্ষত্রিয়, ৩) বৈশ্য, ৪) শূদ্র, ৫) অস্পৃশ্য। এই ভেদ, ক্ষমতা প্রদর্শনের সোপান। জন্মসূত্র এই জাত বিভাজন সমাজে বেশিরভাগ মানুষকে সম্মানহীন এক হীন জীবন যাপনে বাধ্য করে। এর পেছনে কোনও রামও নেই, কোনও রহিমও। শিক্ষার আলো যত প্রসারিত হবে মানুষ ততই এই সনাতন শৃঙ্খলকে ভেঙে সমাজকে সুস্থ ও সবল করবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দুর্গতদের ত্রাণ ও অর্থ প্রদানে কুল্লু সফরে হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর

কুল্লু, ২০ অক্টোবর (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু ২১ অক্টোবর কুল্লু জেলায় একদিনের সফরে যাবেন। কুল্লুতে রথ গ্রাউন্ডে প্রচণ্ড বৃষ্টির দরুণ দুর্য্যোগের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দুর্য্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও অর্থ সাহায্য করতেই মুখ্যমন্ত্রীর কুল্লু জেলায় একদিনের সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

শুক্রবার ডেপুটি কমিশনার কুল্লু আশুতোষ গর্গ এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, জুলাই মাসে জেলায় দুর্য্যোগে প্রায় ৪৮০০ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২১শে অক্টোবর, শনিবার মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের ঘোষিত প্যাকেজ অনুসারে দুর্য্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ ও অর্থ প্রদান করবেন। দুর্য্যোগে কুল্লু জেলায় ৫২২টি পাকা ও কাঁচা বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১১০৬টি পাকা বাড়ি ও ৯৬০টি কাঁচা বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তিনি আরও জানান, বর্ষার ফলে যে দুর্য্যোগ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে জেলায় ১৯০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ৪৯৪টি গোয়ালঘর ও ২২৭ জনের সম্পত্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২১৩ জন কৃষকের এক হাজার বিঘা কৃষি জমি এবং ৬৬ জনের ১০০ বিঘা জমিও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আশুতোষ গর্গ জানান, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্য্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে আসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থদের নিয়ে আসার জন্য মানালি থেকে ২০টি বাস, কুল্লু মহকুমা থেকে ৩০টি, বানজার থেকে ২৬টি এবং আনি থেকে ৮টি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের কোডার্মায় বাইকের ধাক্কায় মৃত ১

কোডার্মা, ২০ অক্টোবর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের কোডার্মায় বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কোডার্মা থানার লোকাইয়ের কাছে বৃহস্পতিবার রাতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম কিশোর মিশ্র (৪৫)। তিনি গিরিডিহের বেঙ্গাবাদ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

বৃহস্পতিবার রাতে কিশোর নামক ওই ব্যক্তি কিছু জিনিষপত্র আনতে বের হয়। রাস্তা পার হওয়ার সময় আচমকাই একটি মোটর সাইকেল তাঁকে চাপা দিয়ে চলে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে গ্রামবাসীরা কোডার্মা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করে। শুক্রবার সকালে কোডার্মা থানার পুলিশ মৃত ব্যক্তির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

প্রথম হাইস্পিড র‍্যাপিডএক্স ট্রেন পেল ভারত

১২ মিনিটে ১৭ কিলোমিটার অতিক্রম করবে নমো ভারত

গাজিয়াবাদ, ২০ অক্টোবর (হি.স.): প্রথম হাইস্পিড র‍্যাপিডএক্স ট্রেন পেয়ে গেল ভারত। শুক্রবার ভারতের প্রথম হাইস্পিড র‍্যাপিডএক্স ট্রেন ''নমো ভারত'' দেশকে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মাত্র ১২ মিনিটে ১৭ কিলোমিটার অতিক্রম করবে এই ''নমো ভারত''। এদিন দিল্লি-গাজিয়াবাদ-মেরঠ আরআরটিএস করিডোরের ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রথম অংশ উদ্বোধন করা হয়েছে। একই সঙ্গে ২১ অক্টোবর থেকে সাধারণ মানুষের জন্য চালু হবে এই ট্রেন। সাহিবাদাবাদ এবং দুহাই ডিপোর মধ্যে অগ্রাধিকার বিভাগে পাঁচটি স্টেশন রয়েছে - সাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ, গুলধর, দুহাই এবং দুহাই ডিপো। এদিন উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের সাহিবাবাদে দিল্লি-গাজিয়াবাদ-মেরঠ আরআরটিএস করিডোর উদ্বোধন করার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদীই প্রথম টিকিট কিনেছেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ,. কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন দিল্লি-মেরঠ আঞ্চলিক র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেমের প্রথম পর্য্যায়েরও সূচনা করেছেন। র‍্যাপিডএক্স ট্রেন ''নমো ভারত''-এ সফরের সময় এদিন পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

উত্তরপ্রদেশের এটাওয়াতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ৬, ৩-৪ জন গুরুতর

ইটাওয়া, ২০ অক্টোবর (হি.স.): উত্তরপ্রদেশের এটাওয়াতে একটি ট্রাক, ট্রাক্টর এবং বাসের মধ্যে সংঘর্ষে ৬ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে জেলা হাসপাতালের একজন চিকিৎসক এই তথ্য জানিয়েছেন। বাসে প্রায় ৫০-৬০ জন যাত্রী ছিল। দুর্ঘটনায় ৩-৪ জন গুরুতর আহত হয়েছে। বাকিদের আঘাত ততটা গুরুতর নয়।

ট্রাকটি পেছন থেকে ট্রাক্টরে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা ট্রাক চালককে আটকানোর চেষ্টা করলে সে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। বাস-ট্রাক্টর ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষে ট্রাক্টর চালক গুরুতর আহত হয়। জেলা হাসপাতালের একজন চিকিৎসক ডাঃ শ্যাম মোহন জানান, পাঁচজন ব্যক্তি ও এক মহিলাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে জেলা হাসপাতালে আনা হয়েছে। চারজনের অবস্থা স্থিতিশীল। অন্য দুজনকে চিকিৎসার জন্য সাইফাইয়ে রেফার করা হয়েছে।

ছত্তিশগড় সরকার দিল্লির নেতাদের জন্য এটিএমে পরিণত হয়েছে : অনুরাগ ঠাকুর

রায়পুর, ২০ অক্টোবর (হি.স.): ছত্তিশগড়ের ভূপেশ বাঘেল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। অনুরাগের মতে, ছত্তিশগড় সরকার দিল্লির নেতাদের জন্য এটিএমে পরিণত হয়েছে। শুক্রবার সকালে রায়পুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'ছত্তিশগড়ের বাতাবরণ বিজেপির পক্ষে। এর নেপথ্যে কারণ হল, রাজ্যের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী মোদী কেন্দ্র থেকে সাহায্য করেছেন, বড় বড় প্রকল্প দিয়েছেন।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর আরও বলেছেন, 'কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহের জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

অন্যদিকে, সাম্প্রদায়িক তোষণের কারণে মানুষ জেগে উঠেছে। মনে হচ্ছে, এখানকার সরকার তুষ্টিতে ভুগছে। ছত্তিশগড়ে দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার রয়েছে... এই সরকার দিল্লিতে নিজস্ব নেতাদের জন্য এটিএম হয়ে উঠেছে... খনি মাফিয়া, মদ মাফিয়া বা ট্রান্সফার মাফিয়াদের মাধ্যমে ''অল টাইম মানি'' ছত্তিশগড় থেকে কংগ্রেসে যায়। জনগণ এই মাফিয়াদের হাত থেকে মুক্ত হতে চায়।'

রাজধানী দিল্লির বাতাস হয়ে উঠছে ''মন্দ'', মুম্বইয়ের আবহাওয়াও খারাপের দিকে

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর (হি.স.): শীতের আগমণের অনেক আগেই আবারও খারাপ হয়ে উঠছে রাজধানী দিল্লির বাতাস। দিল্লির বাতাস ক্রমেই হয়ে উঠছে ''মন্দ'', আবহাওয়া যদি আরও খারাপ হয়ে ওঠে তাহলে শ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠবে এই আশঙ্কার মধ্যে রয়েছেন দিল্লিবাসী। দীপাবলির আগেই দূষিত হয়ে উঠছে দিল্লির বাতাস। শুক্রবার সকালে দিল্লির বাতাসের গুণগতমান ছিল ''মন্দ'' পর্য্যায়ের। এদিন সকালে দিল্লিতে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ১০৮।

দিল্লির পাশাপাশি শুক্রবার সকালে বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ের আবহাওয়াও ছিল ''মন্দ'' পর্য্যায়ে। সকালের দিকে ধোঁয়াশায় ঢাকা ছিল মুম্বইয়ের রাস্তাঘাট, তবে ধোঁয়াশা এতটাই ছিল না যে মানুষের অস্বস্তি হবে। মুম্বইয়ের এদিন সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ১১৯। যা মোটামুটি পর্য্যায়ের মধ্যেই ছিল।

আমার ঘরের দরকার নেই, সমগ্র ভারতই আমার বাড়ি : রাহুল গান্ধী

জগতিয়াল, ২০ অক্টোবর (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে আবারও আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

বললেন, 'আমার লোকসভা সদস্যপদও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তাঁরা আমার বাড়িও নিয়ে গিয়েছে, যা আমি খুশি হয়ে দিয়ে দিয়েছি। আমার ঘরের দরকার নেই, গোটা ভারতই আমার বাড়ি।' শুক্রবার তেলেঙ্গানার জগতিয়ালে এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন রাহুল গান্ধী। সেখানে তিনি বলেছেন, 'আমি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছি, আমার বিরুদ্ধে ২৫-৩০টি মামলা রয়েছে।'

এদিন দিনের শুরুতে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী একটি টিফিন কার্টে দোসা তৈরি করেছিলেন, তিনি কংগ্রেসের বিজয়ভেরী যাত্রার অংশ হিসাবে জগতিয়াল যাওয়ার সময় এনএসি বাসস্টপে কিছু সময়ের জন্য থামেন।

রাহুল এদিন জগতিয়ালের জনসভায় আরও বলেছেন, 'আমি আপনাদের বলতে চাই, বিজেপি, বিআরএস এবং এআইএমআইএম একত্রিত।

ওরা মিলেমিশে কাজ করে। আপনারা ভেবেছিলেন তেলেঙ্গানায় জনগণের শাসন হবে, কিন্তু একটি পরিবার তেলেঙ্গানা শাসন করছে।'

হায়দরাবাদে ব্যাগ বিক্রির দোকানে আগুন, অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি

হায়দরাবাদ, ২০ অক্টোবর (হি.স.): হায়দরাবাদের পালিকা বাজারে আগুন লাগল একটি ব্যাগ বিক্রির দোকানে। শুক্রবার সকাল ৮.৪০ থেকে ৮.৪৫ মিনিটের মধ্যে ওই দোকানে আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই পৌঁছে যায় দমকলের ইঞ্জিন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশও। দমকল কর্মীদের স্বল্প সময়ের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।

দমকল আধিকারিক মোহন রাও বলেছেন, 'শুক্রবার সকাল ৮.৪০ থেকে ৮.৪৫ মিনিটের মধ্যে আগুন লেগেছিল। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে যাই, সেখানে খুব বেশি যানজট ছিল না। আমরা আগুন নিভিয়ে ফেলেছি... মানুষকে উদ্ধার করে বের করে আনা হয়েছে। শুধুমাত্র একটি দোকান পুড়ে গিয়েছে। বাকি দোকানগুলি নিরাপদে আছে। কোনও হতাহতের ঘটনা নেই।'

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার জন-ধন অ্যাকাউন্ট : নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর (হি.স.): আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার জন-ধন অ্যাকাউন্ট। বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। শুক্রবার কৌটিল্য অর্থনৈতিক কনক্লেভ ২০২৩-এর উদ্বোধনী অধিবেশনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেছেন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার জন-ধন অ্যাকাউন্ট; ২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ব্যালেন্স আছে।' নির্মলা বলেছেন, 'আমরা এখন ভারত সরকারের ঋণ সম্পর্কে সচেতন। অন্য অনেকের তুলনায় এটি হয়তো ততটা বেশি নাও হতে পারে, কিন্তু সেখানেও আমরা সচেতনভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে তাকিয়ে আছি। আবার, কিছু উদীয়মান বাজারের দেশ সম্পর্কে কিছু তথ্য যা তারা কীভাবে তাদের ঋণ পরিচালনা করছে তা এমন কিছু যা মন্ত্রকে আমাদের মনে সক্রিয়ভাবে রয়েছে এবং আমরা এমন উপায়গুলি দেখছি যা আমরা সামগ্রিক ঋণ কমাতে পারি।'

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন আরও বলেছেন, 'উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন দেশের উন্নয়নমূলক এজেন্ডায় সময়োপযোগী এবং পর্য্যায়ক্রমিক হস্তক্ষেপ থাকবে যার সাহায্যে আপনি অন্তর্ভুক্তির চেতনায় কিছু পরিবর্তন দেখতে পাবেন, যাতে স্বল্পোন্নত দেশগুলি নিজেদের আকাঙ্খাগুলি অর্জন করে, কিন্তু আমরা এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিছু প্রতিষ্ঠানকে কম কার্য্যকর দেখতে পাই।'

জম্মুতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতু থেকে খাদে পড়ল ট্রাক, মৃত্যু ৪ জনের

জম্মু, ২০ অক্টোবর (হি.স.): জম্মুতে সেতু থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল একটি ট্রাক। বৃহস্পতিবার রাতের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। ট্রাকটি শ্রীনগর থেকে রাজস্থানের দিকে যাচ্ছিল, বৃহস্পতিবার রাতে জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ের ওপর ঝাজ্জর কোটলি এলাকায় ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৪ জনের। পুলিশ জানিয়েছে, আর জে ১৩ জিবি/ ৫৬৫৪ নম্বরের ট্রাকটি শ্রীনগর থেকে রাজস্থানে যাচ্ছিল। বৃহস্পতিবার রাতে ঝাজ্জর কোটলি এলাকায় সেতুর ডিভাইডারে ধাক্কা মারার পর ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। প্রায় ৮০ ফুট নীচে পড়ে যায় ট্রাকটি। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তিলোত্তমায় ওঠানামা করছে পারদ, মহাষষ্ঠীতে রোদ ঝলমলে আকাশ দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স.): আকাশ পরিষ্কার হয়ে তীব্র রোদের ঝলক, এ ভাবেই শুক্রবারের সকাল শুরু হয়েছে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় নবমী ও দশমীতে বৃষ্টি হতে পারে, তার আগে মহাষষ্ঠীর সকালে আকাশ একেবারেই রোদ ঝলমলে। ষষ্ঠীর সকাল থেকেই রোদ ঝলমলে আকাশ এবং শরতের মেঘের দেখা মিলেছে। মনোরম আবহাওয়ায় আরও যেন সতেজ হয়ে উঠেছে মহানগরী।

শুক্রবার কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এদিন ছিল ২৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। আবহবিদরা জানিয়েছে, বৃষ্টি হতে পারে নবমী ও দশমীতে। কলকাতা ছাড়াও হাওড়া, হুগলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দুই ২৪ পরগনা ছাড়াও হালকা বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব মেদিনীপুরেও।তবে, ২২ অক্টোবর পর্য্যন্ত রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। রাতের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি কমতে পারে।

রীতি মেনে ষষ্ঠীর কল্পারম্ভ, ঘট স্নান করিয়ে শারদোৎসবের সূচনা বেলুড় মঠে

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স.): শারদোৎসবের সূচনা হয়ে গিয়েছে বেলুড় মঠে। শুক্রবার মহাষষ্ঠীতে রীতি মেনে ষষ্ঠীর কল্পারম্ভ, ঘট স্নান করিয়ে শারদোৎসবের সূচনা হয় বেলুড় মঠে। এদিন রীতি মেনেই ষষ্ঠীর কল্পারম্ভ অনুষ্ঠান হয়। সন্ধেয় দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস অনুষ্ঠান হবে। সকাল থেকেই ভক্তরা আসতে শুরু করেছেন বেলুড় মঠের দেবী দর্শনে।

মহাষষ্ঠীর পুণ্য লগ্নে ভোরবেলায় বেলুড় মঠে শুরু হয় নারায়ণ পুজো এবং ষষ্ঠীর কল্পারম্ভ। ভোরবেলায় গঙ্গাজলে দেবীর ঘট ধুয়ে তা স্থাপন

আমেরিকা ও মিত্ররা মধ্যপ্রাচ্যের জন্য সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তুলতে কাজ করছে : জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ২০ অক্টোবর (হি.স.): আমেরিকা ও তাঁর মিত্ররা মধ্যপ্রাচ্যের জন্য সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তুলতে কাজ করছে। জোর দিয়ে বললেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আমেরিকার সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ওভাল অফিসের বক্তৃতায় জো বাইডেন বলেছেন, 'ইন্ডিয়া মিডল ইস্ট ইকোনমিক করিডরের মতো উদ্ভাবনী প্রকল্পের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাঁর মিত্ররা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের সঙ্গে সংযুক্ত করতে কাজ করছে।'

ইজরায়েলের তাঁর সদ্য সমাপ্ত সফর শেষে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বাইডেন বলেছেন, 'আমেরিকা এবং আমাদের অংশীদাররা মধ্যপ্রাচ্যের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে। যেখানে মধ্যপ্রাচ্য আরও স্থিতিশীল হবে।' বাইডেনের কথায়, 'আরও অনুমানযোগ্য বাজার, আরও কর্মসংস্থান, কম অভিযোগ, কম যুদ্ধ সংযুক্ত হলে, মানুষের সুবিধা মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের জন্য উপকৃত হবে। আমেরিকান নেতৃত্ব যা বিশ্বকে একত্রিত করে।'

মহাষষ্ঠীতে রাজ্যজুড়ে সমস্ত মণ্ডপে মায়ের বোধন, শুভেচ্ছা-বার্তা

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স.): উমার আগমন হয়েছে মর্তে। মহাষষ্ঠীতে মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে মায়ের বোধন। মহাষষ্ঠীতে চলছে দেবী দুর্গার বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস। তবে পিতৃপক্ষ শেষ হওয়ার আগেই দুর্গাপুজোর উদ্বোধন পর্ব শুরু হয়ে যাওয়ায় বাংলায় এবার উৎসবের ঢাকে কাঠি পড়েছে কার্য্যত দ্বিতীয়া থেকেই। পঞ্চমীর সারারাত কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম নামী পুজো মণ্ডপগুলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন দর্শনার্থীরা। থিমের পুজোর পাশাপাশি সাবেকিয়ানাও নজর কাড়ছে। ষষ্ঠীর বিশেষ লগ্নে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন

বচসার জেরে চলল গুলি ! হরিয়ানার গুরুগ্রামে খুন যুবক, পলাতক দুই অভিযুক্ত

গুরুগ্রাম, ২০ অক্টোবর (হি.স.): হরিয়ানার গুরুগ্রামে বচসার জেরে চলল গুলি, গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন এক যুবক। বৃহস্পতিবার গভীর রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে গুরুগ্রামের রামলীলা প্যান্ডেলের পিছনে। মৃত যুবকের নাম-আশিস। ঘটনাটি ঘটেছে ভীম নগরে, ২০ বছর বয়সী আশিস পেশায় একজন ডিজে অপারেটর, সে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে রামলীলা দেখতে গিয়েছিলেন। ঝগড়ার নেপথ্যে কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। আশিসের কাকা সুরজের দায়ের করা অভিযোগ অনুসারে, বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর ভাইপো এক বন্ধুর সঙ্গে রামলীলা দেখতে গিয়েছিল। রাত একটা নাগাদ সুরজ খবর পান আশিসকে গুলি করা হয়েছে। সুরজ বলেছেন, হাসপাতালে পৌঁছনোর পর, আশিসের বন্ধু করণ এবং ধীরজ আমাকে বলে, নিশি এবং রোহান নামে দুই যুবক আশিসকে গুলি করে হত্যা করেছে, যাদের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়েছিল। মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি দুই অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।

কাজের সন্ধান

প্রফেসর পদের 'নেট' পরীক্ষা ডিসেম্বরে অনলাইনে দরখাস্ত, সেন্টার আগরতলায়

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখায় জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরশিপের চাকরিতে আবেদনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য এনটিএ-এর ইউজিসি-নেট এবছর পরবর্তী পরীক্ষা হবে ৬ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর। মোট ৮৩টি বিষয়-তালিকার অন্তর্ভূক্ত কোনও বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি সমতুল পরীক্ষায় অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করে থাকলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি এবং শারীরিক ও দৃষ্টি সংক্রান্তপ্রতিবন্ধীরা মাস্টার ডিগ্রিতে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকলেও আবেদন করতে পারেন। যাঁদের পিএইচডি ডিগ্রি রয়েছে তাঁরা ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১-এর আগে মাস্টার ডিগ্রি সম্পূর্ণ করে থাকলে তাঁদের ক্ষেত্রেও ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। যাঁরা এবছর মাস্টার ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তাঁরাও শর্তশাপেক্ষ আবেদন করতে পারেন। জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ০১-১২-২০২৩ তারিখে ৩০ বছরের মধ্যে। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরশিপের ক্ষেত্রে বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। তফশিলি, মহিলা, এবং দৃষ্টি সংক্রান্ত ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বয়সের ছাড় রয়েছে ৫ বছর পর্যন্ত। ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ৩ বছরের ছাড় রয়েছে।

এককথায়, এনটিএ বা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি'র পরিচালনায় ইউজিসি-নেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে এমএসসি, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ অক্টোবর। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে ৬ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর, কেন্দ্র - আগরতলা সহ সারা দেশের প্রায় প্রতিটি শহরেই। পরীক্ষা হবে সারা দেশের ২২৪টি কেন্দ্রে। পূর্ব এবং উওর-পূর্ব ভারতের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল - কলকাতা, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি, আগরতলা, ইম্ফল এবং জামসেদপুর সহ ৩৬টি কেন্দ্রে। মাল্টিপল চয়েস টাইপের কম্পিউটার ভিত্তিক একটি পেপারে পরীক্ষা। ১৫০টি প্রশ্নের মোট নম্বর ২০০, সময় ৩ ঘন্টা। প্রস্তুতির জন্য পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষা হলে প্রবেশ করানো হবে। প্রথম সিফ্‌টের পরীক্ষা হবে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত। দ্বিতীয় সিফ্‌টের পরীক্ষা বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। আপনি যে বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি করেছেন, সেই বিষয়ের জন্যই আবেদন করতে পারবেন। বিষয়গুলি হল- সাবজেক্ট কোড (৪৬) এডাল্ট এডুকেশন, (০৭) এনথ্রোপলজি, (৪৯) আরব কালচার এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, (২৯) অ্যারাবিক, (৬৭) আরকিউলজি, (৩৬) অ্যাসামিজ, (১৯) বেঙ্গলি, (০১) ইকোনোমিক্স, (০২) পলিটিক্যাল সায়েন্স, ফিলোসফি (০৩), সাইকোলজি (০৪), সোশ্যালজি (০৫), হিস্ট্রি (০৬), এনথ্রোপোলজি (০৭), কমার্স (০৮), এডুকেশন (০৯), সোশ্যাল ওয়ার্ক (১০), ডিফেন্স এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিস (১১), হোম সায়েন্স (১২), পাবলিক এডমিনিস্ট্রেটেশন (১৩), মিউজিক (১৫), হিন্দি (২০), সংস্কৃত (২৫), ইংরেজি (৩০), ফিজিক্যাল এডুকেশন (৪৭), ল্ (৫৮), লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (৫৯), মাস কমিউনিকেশন এন্ড জার্ণালিজম (৬৩), ভিস্যুয়াল আর্ট (৭৯), কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড এপ্লিকেশন (৮৭), জিওগ্রাফি (৮০) ইত্যাদি। পরীক্ষায় অবশ্যই নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

এনটিএ'র ইউজিসি-নেট পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ইনফর্মেশন বুলেটিন থেকে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৮ অক্টোবর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১০-২০০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ৪-৩০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাস্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার, থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড / পেটিএম পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন।

অনলাইনে দরখাস্ত পাঠিয়ে রেল মন্ত্রকে ২৯৫ এপ্রেন্টিস, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে সহস্রাধিক হলেও রেল লোকোমেটিভ ওয়ার্কস-এ ২৯৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম মান থেকে মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর। মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। রেল লোকোমেটিভ ওয়ার্কস-এর ক্ষেত্রে বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা যে-কোনও একটির ট্রেডের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ৩১ অক্টোবরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। রেল লোকোমেটিভ ওয়ার্কস-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-১০-২০২৩-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ০০১/ ২০২৩-২৪/ এপ্রেন্টিস। তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — আইটিআই ট্রেড আসন অনুযায়ী ক্রমিক নং (১) ঃ ট্রেড ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদের সংখ্যা ১৪০টি। এর মধ্যে ২১টি এসসি'র জন্য, ১১টি এসটি'র জন্য, ৩৮টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৭০টি অসংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ ট্রেড মেকানিক (ডিজেল), শূন্যপদের সংখ্যা ৪০টি। এর মধ্যে ৬টি এসসি'র জন্য, ৩টি এসটি'র জন্য, ১১টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২০টি অসংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ মেশিনিস্ট, শূন্যপদের সংখ্যা ১৫টি। এর মধ্যে ২টি এসসি'র জন্য, ১টি এসটি'র জন্য, ৪টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৮টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ ট্রেড ফিটার, শূন্যপদের সংখ্যা ৭৫টি। এর মধ্যে ১১টি এসসি'র জন্য, ৬টি এসটি'র জন্য, ২০টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৩৮টি অসংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ ট্রেড ওয়েল্ডার, শূন্যপদের সংখ্যা ২৫টি। এর মধ্যে ৪টি এসসি'র জন্য, ২টি এসটি'র জন্য, ৭টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১২টি অসংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। প্রতিটি পদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, প্রতি মাসের মূল মাইনে বা স্টাইপেন্ড, প্রসেসিং ফি, আবেদন করার কৌশল ইত্যাদি জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে জেনে নিতে হবে। প্রয়োজনে হোয়াটসঅ্যাপেও জেনে নিতে পারেন।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **স্পোর্টস পার্সন (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্যারামেডিকেল স্টাফ (বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৯০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল দপ্তর),**
শূন্যপদ ঃ ৩১১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পরীক্ষা ঃ **ইউজিসি - নেট (এনটিএ),**
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর থেকে, কেন্দ্র আগরতলা।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২৩২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা অথবা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (শিপ বিল্ডার্স),**
শূন্যপদ ঃ ২৪৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৪-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **শর্ট সার্ভিস কমিশন (ইন্ডিয়ান নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ২২৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজিপাশ,
বয়স ঃ ২০-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইসিজি টেকনেশিয়ান, রেডিওগ্রাফার (ই.এস.আই.সি),**
শূন্যপদ ঃ ১০৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র দেশের ছোট বড় সব শহরেই, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নন্-ফ্যাকাল্টি, গ্রুপ-সি (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ২৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (ডিভিসি),**
শূন্যপদ ঃ ৯১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

পদের নাম ঃ **স্টাফ নার্স, এমও (আই.আই.টি),**
শূন্যপদ ঃ ১৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি (নার্সিং), এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০, ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **হেল্পার, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্রেডসম্যান (নিইলিট),**
শূন্যপদ ঃ ৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (শিপ-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেনি, মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এম.ও (বহিঃরাজ্য, স্বাস্থ্যদপ্তর),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ নভেম্বর,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি),**
শূন্যপদ ঃ ১০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০০০--০--০--০

ইএসআইসি-তে টেকনেশিয়ান, রেডিওগ্রাফার অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ, অনলাইনে আবেদন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশে ই.এস.আই.সি কেন্দ্রগুলোতে টেকনেশিয়ান, রেডিওগ্রাফার, ল্যাব টেকনোলজিস্ট, ও.টি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১০৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকের পর নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ - ৩০ অক্টোবর। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ কললেটারে পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — সারা দেশ জুড়ে প্রতিটি রাজ্য বা অঞ্চলসমূহে ইএসআইসি বা এমপ্লয়িজ স্টেট ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন কেন্দ্রগুলোতে প্রচুর সংখ্যক টেকনেশিয়ান, রেডিওগ্রাফার, ল্যাব টেকনোলজিস্ট, ও.টি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি পদে নিয়োগ করার কথা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি হিসেবে যে-কোনও রাজ্যের প্রার্থীরাই এগুলোর জন্য আবেদন করতে পারেন। রাজ্যভিত্তিক, পদ অনুযায়ী বিশদ বিভাজন দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে আবেদনের সময়। তবুও রাজ্য বা অঞ্চলওয়ারি শূন্যপদের বিভাজন এই রকম — বিহারে ৬৪টি, চন্ডীগড় ও পাঞ্জাবে ৩২টি, ছত্তিশগড়ে ২৩টি, দিল্লিতে ২৭৫টি, গুজরাটে ৭২টি, হিমাচল প্রদেশে ৬টি, জম্মু-কাশ্মীরে ৯টি, ঝাড়খন্ডে ১৭টি, কর্ণাটকে ৫৭টি, কেরালায় ১২টি, মধ্যপ্রদেশে ১৩টি, মহারাষ্ট্রে ৭১টি, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ইউনিটে ১৩টি, ওড়িশায় ২৮টি, রাজস্থানে ১২৫টি, তামিলনাড়ুতে ৫৬টি, তেলেঙ্গানায় ৭০টি, উত্তর প্রদেশে ৪৪টি, উত্তরাখন্ডে ৯টি, পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি। প্রতিটি রাজ্য, অঞ্চল বা ইউনিটের ক্ষেত্রে অসংরক্ষিত পদের পাশাপাশি এসসি, এসটি এবং ওবিসি প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট হিসেবে শূন্য পদ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে ইএসআইসি'র ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৩০ অক্টোবরের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্‌ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাস্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি।

পদ অনুযায়ী যোগ্যতা, বয়স, বেতনক্রম এই রকম — পদের নামঃ (১) ইসিজি টেকনেশিয়ান ঃ যোগ্যতা - বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইসিজি নিয়ে ২ বছরের ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর। মূল মাইনে পে মেট্রিক্স ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল ৪-এর ভিত্তিতে ২৫,৫০০-৮১,১০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা সমূহও থাকবে। পদের নামঃ (২) জুনিয়র রেডিওগ্রাফার ঃ যোগ্যতা - বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে রেডিওগ্রাফি নিয়ে ২ বছরের ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর। মূল মাইনে পে মেট্রিক্স ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল ৩-এর ভিত্তিতে ২১,৭০০-৬৯,১০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা সমূহও থাকবে। পদের নামঃ (৩) ও.টি. অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ যোগ্যতা - বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর স্বীকৃত হাসপাতাল থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর। মূল মাইনে পে মেট্রিক্স ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল ৩-এর ভিত্তিতে ২১,৭০০-৬৯,১০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা সমূহও থাকবে। পদের নামঃ (৪) রেডিওগ্রাফারঃ যোগ্যতা - বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে রেডিওগ্রাফি নিয়ে ২ বছরের ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে। সঙ্গে আবার স্বীকৃত হাসপাতাল থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ১৮-২৫ বছর। মূল মাইনে পে মেট্রিক্স ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল ৫-এর ভিত্তিতে ২৯,২০০ - ৯২,৩০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা সমূহও থাকবে। পদের নামঃ (৫) জুনিয়র মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট ঃ যোগ্যতা - বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট নিয়ে ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে। সঙ্গে আবার স্বীকৃত হাসপাতাল থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি সায়েন্স নিয়ে ডিগ্রি পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ১৮-২৫ বছর। মূল মাইনে পে মেট্রিক্স ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল ৫-এর ভিত্তিতে ২৯,২০০ - ৯২,৩০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা সমূহও থাকবে। সবক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিস্তারিত দেখে নেবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। বয়স, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা পূর্ণ হতে হবে ৩০-১০-২০২৩ তারিখে। তফশিলি, ওবিসি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য যথারীতি বয়সের ছাড় আছে। প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা (অবজেক্টিভ টাইপ) ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে, ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা, প্রশ্ন করা হবে ১০০টি। সময় ২ ঘন্টা।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।
* রেল মন্ত্রকের অধীনে **স্পোর্টস পার্সন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* বহিঃরাজ্যে প্রখ্যাত হাসপাতালে **প্যারামেডিকেল স্টাফ**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল দপ্তরে **এপ্রেন্টিস**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩১১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* এনটিএ-র পরিচালনায় **ইউজিসি - নেট** পরীক্ষার জন্য যোগ্য প্রার্থীদের থেকে অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর থেকে, কেন্দ্র আগরতলা।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা অথবা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* শিপ বিল্ডার্স-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৪-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান নেভিতে **শর্ট সার্ভিস কমিশন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজিপাশ, বয়স ঃ ২০-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* ই.এস.আই.সি-তে **ইসিজি টেকনেশিয়ান, রেডিওগ্রাফার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র দেশের ছোট বড় সব শহরেই, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **নন্-ফ্যাকাল্টি, গ্রুপ-সি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টর ডিভিসি-তে **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* আই.আই.টি-তে **স্টাফ নার্স, এমও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি (নার্সিং), এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০, ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* নিইলিট-এ **হেল্পার, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্রেডসম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* শিপ ইয়ার্ড-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

মঙ্গলকোটের পুরনো নানা জনপদের পুজো আজও নজর কাড়ে

পূর্ব বর্ধমান, ২০ অক্টোবর (হি.স.): মঙ্গলকোটের পুরনো জনপদগুলির মধ্যে গণপুর অন্যতম। এখানকার ভট্টাচার্য পরিবারে দুর্গাপুজো হয় পুরনো তালপাতার পুঁথি ধরে। প্রায় ৪৫০ বছরের পুরনো এই পুজোয় অংশ নেন এলাকার বাসিন্দারাও।

অন্যদিকে, মঙ্গলকোটের উনিয়া গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির প্রায় দুশো বছরের পুরনো ব্যাঘ্রবাহিনীর পুজো দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমান। এখানে দেবীর বাহন বাঘ। কথিত আছে, মা মহামায়া বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের এক সদস্যকে স্বপ্নাদেশ দেন জয়া-বিজয়া সহ ব্যাঘ্রবাহিনী রূপে তাঁর পুজো করতে।

বর্তমানে কাটোয়ার বেশির ভাগ বড় সর্বজনীন পুজোগুলি হয় নির্দিষ্ট থিমে। পাশাপাশি প্রাচীন প্রথা, রীতি মেনেই চলছে কাটোয়ার বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোগুলি। পুজোর দিনে বহু মানুষ ভিড় করেন সেখানে। কাটোয়া থেকে কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোটের বনেদি বাড়ির পুজোগুলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা জনশ্রুতি।

মঙ্গলকোটের সাঁওতার কোঁয়ার বাড়ির পুজো শুরু হয়েছিল প্রায় আড়াইশো বছর আগে। এখানে বোধনের দিন থেকেই শুরু হয় পুজো। বিজলি বাতির বদলে মশালের আলোয় পুজো হয়। পুজোর আর এক আকর্ষণ দেবীর ঘট। প্রায় কুড়ি লিটার জল ধরে ওই ঘটে। নবমীর দিন গোটা গ্রামের মানুষকে ভোগ খাওয়ানো হয়।

মঙ্গলকোটের ইট্টাগ্রামে একই মন্দিরে পাশাপাশি দুই দেবীর পুজো হয় রায়চৌধুরী পরিবারে। একটি হলেন মা তারা ও অন্যটি দেবী দুর্গা। প্রায় ৬০০ বছর আগে এই পুজো শুরু হয় গঙ্গাধর রায়চৌধুরীর হাত ধরে। মঙ্গলকোটের আওগ্রামে গোস্বামী বাড়িতে দুর্গাপুজো হয় বৈষ্ণব আচার মেনে। কাটোয়ার শ্রীখণ্ডের রায় বাড়ির পুজোর আয়োজন করেন বাড়ির পুরুষেরাই। প্রায় ৫০০ বছর ধরে এই প্রথা চলে আসছে। পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের খাটুন্দির ভট্টাচার্য বাড়িতে একই উঠোনে সাত মন্দিরে সাত দুর্গার পুজো করা হয়। কাটোয়া শহরের হাঁড়িবাড়িরতলার পুজোয় ভিড় করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

টানা সাত মাস বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স.): অবশেষে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল। ১ নভেম্বর থেকে টানা সাত মাস আংশিক বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু। সেক্ষেত্রে ট্রাফিক অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। বিটি রোড দিয়ে তখন গাড়ি চলাচল করবে বলে জানানো হয়েছে।

ভারী যানবাহনগুলিকে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে উঠতে না দিয়ে সেগুলিকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, ভিআইপি রোড দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। তাতে হাওড়া হয়ে কলকাতায় আসা বা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ভারী যানবাহনগুলিকে দক্ষিণেশ্বরের নিবেদিতা সেতু ব্যবহার করতে হবে। দুর্গাপুজো শেষ হয়ে গেলেও তার পর আছে কালীপুজো।

আর কেবিল, বিয়ারিং যাবতীয় সরাবে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার (এইচআরবিসি)। আর এই বিপুল সময়ে হ্যাপা পোহাতে হবে জনগণকে। দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে মেরামত করার কাজ চলাকালীন যানবাহন থেকে শুরু করে হাঁটাচলা নিয়ন্ত্রিত থাকবে। সুতরাং কলকাতা থেকে হাওড়ার মধ্যেই এই সংযোগকারী সেতু দিয়ে যাতায়াত কঠিন হবে। কলকাতা এবং হাওড়ার মধ্যে সংযোগকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুতে সহজেই উঠে পড়া যাবে না। তাতে সাধারণ মানুষ বেশ সমস্যায় পড়বেন।

দ্বিতীয় হুগলি সেতু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশন। এই সেতুর সংস্কার করার কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ১ নভেম্বর থেকে এই কাজ শুরু হবে। কাজ শেষ হতে ৭ মাস সময় লাগবে।

ভারত সময় বেঁধে দিয়েছিল ২০ অক্টোবর, আগেই দেশ ছেড়েছেন কানাডার কূটনীতিকরা

ওটোয়া, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : খলিস্তানি ইস্যুতে একে অপরের কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছিল ভারত ও কানাডা। ভারত কানাডার ৪১ জন কানাডার কূটনীতিককে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। তবে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দেশ ছেড়েছে কানাডার কূটনীতিকরা বলে জানা যায়। বৃহস্পতিবার রাতে এমনটাই জানিয়েছেন কানাডার বিদেশমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার রাতে কানাডার বিদেশমন্ত্রী মেলেনি জলি জানান, ভারতের দেওয়া নির্ধারিত সময়সীমার আগেই ৪১ জন কূটনীতিককে ভারত থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভারত ২০ অক্টোবরের মধ্যেই ভারত থেকে কানাডার ৬২ জন কূটনীতিক থেকে ২১ করতে বলেছিল। যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে কানাডা।

এ প্রসঙ্গে কানাডার বিদেশমন্ত্রী মেলেনি জলি বলেন, '২০ অক্টোবরের মধ্যে ভারতে নিযুক্ত আমদের কূটনীতিকদের সংখ্যা ২১-এ নামিয়ে আনতে বলেছিল দিল্লি। একতরফা ভাবে এই অনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। তবে আমরা কোনও ভাবেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করতে চাই না। তবে এই আবহে চণ্ডীগড়, মুম্বই এবং বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত কনসুলেটগুলিতে আমাদের কার্যক্রম স্থগিত রাখতে হচ্ছে।'

কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার অর্থই হল, ভারত রাষ্ট্র সমিতির জন্য ভোটদান, বললেন স্মৃতি ইরানি

হায়দরাবাদ, ২০ অক্টোবর (হি.স.): কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার অর্থই হল, ভারত রাষ্ট্র সমিতির জন্য ভোটদান।

বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে শুক্রবার স্মৃতি ইরানি বলেছেন, 'কংগ্রেসের জন্য কোনও ভোট দেওয়ার অর্থই হল ভারত রাষ্ট্র সমিতির (বিআরএস) জন্য ভোট, কারণ নির্বাচিত কংগ্রেস বিধায়করা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের পরে বিআরএস-এ চলে যাবে, কংগ্রেস এবং দুর্নীতি একই মুদ্রার দু''টি দিক।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি আরও বলেছেন, 'ঠিক যেমনভাবে আমরা (বিজেপি) রাহুল গান্ধীকে উত্তর প্রদেশের আমেঠি থেকে এবং তারপর কেরলের ওয়ানাড থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, আপনাদের তেলেঙ্গানা থেকে বিআরএস-কে বিতাড়িত করতে হবে। কালেশ্বরম প্রকল্পে, কেসিআর সরকার ৪০ হাজার কোটি টাকা থেকে ১ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করেছে, কিন্তু প্রকল্পের ৬০ শতাংশ জমিতেও সেচ দিতে ব্যর্থ হয়েছে...অন্যদিকে সার্ভিস কমিশন কর্মসংস্থান দিতে ব্যর্থ হয়েছে, কেসিআরের পরিবারের সকল সদস্যকে নিযুক্ত করা হয়।'

পুজোয় বাংলার চিন্তা বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স.): উৎসবমুখর বাঙালির চিন্তা বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ। শক্তি বাড়িয়ে ক্রমশ উত্তর বঙ্গোপসাগরের দিকে নিম্নচাপ এগিয়ে আসার সম্ভাবনা। তার প্রভাবে বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ। সঙ্গে উপকূলের জেলাগুলিতে বইতে পারে হালকা ঝোড়ো হাওয়াও।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার অর্থাৎ অষ্টমী পর্যন্ত আকাশ পরিষ্কার থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। অষ্টমী পর্যন্ত রাজ্যে উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়ার প্রভাব থাকবে। নিম্নচাপের প্রভাবে সোমবার অর্থাৎ নবমী থেকে একটু একটু করে আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা। উপকূলের জেলাগুলির আকাশ মেঘলা হতে পারে। হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। দশমীর দিন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গজুড়ে মেঘলা আকাশ। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে।

ক্রান্তিতে জমিতে পড়ে থাকা বিস্ফোরক ফেটে জখম যুবক

ময়নাগুড়ি, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : ষষ্ঠীর সকালে জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকে জমিতে পড়ে থাকা বিস্ফোরক ফেটে জখম হলেন এক যুবক। শুক্রবার জেলার ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোছিমারির এই ঘটনায় জখম দেবাশিস বৈদ্য নামে বছর বাইশের এক যুবক। বর্তমানে তিনি জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিতাধীন।

জানা গিয়েছে, এদিন জমিতে কাজ করতে যান দেবাশিস। সেই সময় জমিতে আজানা একটি বস্তু পড়ে থাকতে দেখেন তিনি। সেটি হাতে তুলে নিতেই বিস্ফোরণ ঘটে। এতে জখম হন তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। তবে কী রকম বিস্ফোরক থেকে এই ঘটনা ঘটল, তা স্পষ্ট নয়। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

এর আগে ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙ্গায় মর্টার শেল বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় আইনুর আলম (৭) নামে এক শিশুর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তিস্তার হড়পায় সেনার মর্টার শেল ভেসে এসেছিল। আইনুরদের পরিবারের এক সদস্য নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে সেটি উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। মর্টার শেলটি পরিষ্কার করে খেলছিল আইনুর সহ বাড়িরই আরও কয়েকজন। সেই সময় আচমকা তাতে বিস্ফোরণ হয়। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে আইনুরের। আহত হয় আরও ৫ জন।

প্রসঙ্গত, তিস্তার হড়পায় বারদাংয়ে সেনা ছাউনি ভেসে যায়। সেনা জওয়ানদের পাশাপাশি জলের তোড়ে ভেসে যায় অস্ত্র, গোলাবারুদ। সেই সময় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কুচলিবাড়িতে তিস্তা নদী থেকে দুই সেনা জওয়ানের দেহ উদ্ধার হয়। পাশাপাশি ভেসে আসা মর্টার শেলও উদ্ধার হয় উত্তরবঙ্গের তিস্তা সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা থেকে। চাঁপাডাঙ্গা থেকেও মর্টার উদ্ধার হয়। আর তা নিয়ে খেলতে খেলতেই ঘটে যায় বিস্ফোরণ।

হাসপাতালে সাংসদ বিকাশরঞ্জন, অবস্থা স্থিতিশীল

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স.): অসুস্থ সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যাদবপুর-সন্তোষপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর পেসমেকার বসেছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে অস্বস্তি বোধ করায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় প্রবীণ বাম নেতাকে। সেখানে চিকিৎসকেরা পরীক্ষানিরীক্ষার পর জানান বিকাশবাবুর পেসমেকার বসানো দরকার। তার পরই পেসমেকার বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শুক্রবার হাসপাতাল সূত্রের খবর, বিকাশবাবুর অস্ত্রোপচার সফল। আপাতত তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। তবে তাঁকে পর্যবেক্ষণের জন্য কিছু দিন হাসপাতালে রাখা হবে।

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বয়স ৭১। তবে এখনও রাজনীতিতে

জাগরণের ল্যান্সে পূজা পরিক্রমা ২০২৩

বধূহত্যার দায়ে স্বামী ধৃত

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : নিত্য অশান্তিতে বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে খুন করেছেন এক শিক্ষক। খুনের পর স্ত্রীর শরীর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মঙ্গলবারের এই ঘটনার পর ৪৮ ঘণ্টা কাটার মধ্যে খুনের কিনারা করে ফেলল পুলিশ। আপাতত পুলিশ খতিয়ে দেখছে, এই ঘটনায় অভিযুক্তের সঙ্গে তাঁর পরিবারেরও কোনও সদস্য জড়িয়ে রয়েছেন কিনা। জেরা চলছে।সূত্রের খবর, স্কুল শিক্ষক স্বামীর একটা বদঅভ্যাস ছিল। মারাত্মক গুটখা খেতেন। দাঁত হয়ে গিয়েছিল কালো। তা নিয়ে মারাত্মক অশান্তি করতেন স্ত্রী। সঙ্গে ছিল বিলাসবহুল গাড়ি কিনে দেওয়ার বায়না। চার মাসের বৈবাহিক জীবনে দিন রাত্রি স্বামীর কাছে বায়না করে চলতেন। একে ‘অনুশাসন’, সঙ্গে ‘বায়না’- অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন স্বামী। স্ত্রীকে মেরে শরীর জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্কুল শিক্ষক স্বামীর বিরুদ্ধে। বউবাজারের যদুনাথ দে রোডের ওই গৃহবধূর দগ্ধ দেহ উদ্ধারের ঘটনায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম দীপ্তি শুক্লা (২৪)। তাঁর স্বামী সূর্যকান্ত তিওয়ারির গড়িয়াহাটের একটি হিন্দি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষক। তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।মঙ্গলবার যদুনাথ দে রোডের একটি ছ’তলা বাড়ির দোতলা থেকে এক গৃহবধূর পোড়া শরীর উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ওই বধূকে উদ্ধার করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলে, তাঁকে ুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার প্রমাণ মিলেছে।তদন্তে নেমে পুলিশ ওই গৃহবধূর স্বামী শিক্ষক সূর্যকান্ত তিওয়ারিকে গ্রেফতার করে।

গেলেন মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে। যাদের প্যান্ডেলে এই নির্দেশ মানা হয়নি সেই সকল ক্লাবকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।পাশাপাশি ঘন ঘন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার বিষয় নিয়ে মন্ত্রী জানিয়েছেন, বিভিন্ন ক্লাব তাদের বিদ্যুতের চাহিদা সম্পর্কে ভুল তথ্য দিচ্ছে। ফলে বিদ্যুতের উপর লোড বেড়ে গিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিদ্যুতের অভাব নেই, তবে সঠিক চাহিদা গোপন করলে এই সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই সেই বিষয়েও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

তবে এখন রাজ্যের মানুষ কাজের অভাবে পূজার আনন্দে সামিল হতে পারছে না বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

স্বর্ণ, বস্ত্র ও টাকা ছিনতাই

● প্রথম পাতার পর

স্বর্ণকারের দোকান প্রদীপ বণিক এর থেকে সবিতা মন্ডল কানের দুল, গলার চেইন সারাই করেছেন এবং নিয়েছেন। তারপর সেখান থেকে বক্সনগর বাজার কাপড় পট্টি এলাকায় দোকান থেকে বিভিন্ন জিনিস কিনেছেন। দোকান থেকে বের হয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে দেখে উনার হাতের যে ব্যাগ ছিল সেগুলি কাটা অবস্থায়। তিনটি ব্যাগ কেটে একটি ব্যাগ থেকে কানের দুল , গলার চেইন , নগদ টাকা সহ ছিনতাই করে পালায় ছিনতাই বাজরা। তারপরে বিষয়টি কলম চৌড়া থানার দৃষ্টি গোচরে নেওয়া হয়। উনারা ঘটনাটি থানার বাবুকে জানিয়েছেন এবং সুষ্ঠু তদন্ত করে, চোরকে ধরে তাদের জিনিসপত্র গুলি উদ্ধার করার জন্য আবেদন করেন। পুলিশ আশ্বাস দিলেও এখন পর্যন্ত কোনো হদিস মেলেনি ছিনতাই বাজবে। পুলিশ তদন্তের ভিত্তিতে ছিনতাইবাজদের আটক করে তাদের জিনিসগুলি উদ্ধার করুক, এমনই করুন আর্জি ওই তিন মহিলার।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পূজা উপলক্ষ্যে বারইগ্রাম আশ্রমে বস্ত্রদান রোটারি ক্লাবের

বারইগ্রাম (অসম), ২০ অক্টোবর (হি.স.) : অন্যান্য বছরের মতো এবারও দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বারইগ্রাম এলাকার দুস্থ জনগণের মধ্যে বস্ত্রদান করল করিমগঞ্জ রোটারি ক্লাব।আজ বৃহস্পতিবার বারইগ্রামে শ্রীশ্রী রাধারমণ জিউ আশ্রম চত্বরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পান্নালাল রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে গরিব মহিলাদের বস্ত্রদান করেছেন রোটারির কর্মকর্তারা।এতে উপস্থিত ছিলেন বারইগ্রাম শ্রীশ্রী গোপাল জিউ শ্রীশ্রী রাধাবিনোদ জিউ ও শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউর আশ্রমের প্রধান সেবাইত প্রণবানন্দ দাস বাবাজি সহ অন্যরা।এদিনের বস্ত্র বিতরণ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রোটারি ক্লাবের ডা. দুর্বাদল দাস বলেন, আমরা বিগত দিনের মতো এবারও মহিলাদের মধ্যে নতুন কাপড় বণ্টন করে আনন্দ বোধ করছি। রোটারি ক্লাবের সভাপতি সৌম্যজ্যোতি দত্ত বলেন, আমরা আগে শুধু করিমগঞ্জ শহরে বস্ত্র বিতরণ করতম। কিন্তু পরবর্তীতে বিগত ১৫ বছর ধরে আমরা বারইগ্রাম এলাকায় বস্ত্র বিতরণ করছি।অনুষ্ঠানে বারইগ্রাম রাধারমণ আশ্রম দুর্গাপূজা কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস বলেন, রোটারি ক্লাব সব সময় সমাজ সেবামূলক কাজ করে জনগণের পাশে রয়েছে।এতে আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বস্ত্রদান করেন দিব্যজ্যোতি বসাক, স্বরূপ দে, রূপক দাস, হিমানি দত্ত প্রমুখ।

আহত এক যুবক

● প্রথম পাতার পর

ওয়ার্ডে। বিবরণে জানা গেছে আজ অর্থাৎ শুক্রবার সকালে অর্ন নাথ ও তার ছেলে সহ তিনজন তিলথৈ নোয়াগাং এলাকায় গিয়ে দেখতে পায় তাদের রাবার বাগানে কে বা কারা মাটি ফেলেছে। তখন পরিতোষ নাথের ১৯ বছরের ছেলে সাগর নাথ সকাল ৯ টার দিকে গেলে তার উপর অর্ন নাথ এবং তার ছেলে সহ তিনজন মিলে দাও লাঠি দিয়ে আক্রমণ চালায়। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে সাগরের মা ও তার ভাই এলাকায় দৌড়ে গেলে তাদেরও মারধর করা হয়। পরবর্তী সময় এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য আশুতোষ নাথ এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। উল্লেখ্য সাগর নাথ দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত এবং আজ তার পরীক্ষা ছিল। আক্রমণকারীরা তার উপর এমনভাবে আক্রমণ চালায় যে পরীক্ষার পরিবর্তে তাকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। প্রতিবেশীদের মধ্যে এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য সাংবাদিকদের শরণাপন্ন হয়ে সাগরের মা প্রশাসনের কাছে এই ধরনের আক্রমণের সুষ্ঠু বিচার প্রার্থনা করেছেন।

সিদ্ধার্থ

● প্রথম পাতার পর

বহু দিন ধরেই এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল সে। শেষ পর্যন্ত তিনি সাফল্য পেয়েছেন। আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে এক এক্সিবিশেন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে ৪ জন পরীক্ষক গিনিজ বুকের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রতিক্ষার অবসান হয়। তার বাড়িতে পৌছায় গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল রেকর্ডের সার্টিফিকেট। সিদ্ধার্থ সাহার মা জানিয়েছেন, তিনি নিজে খুবই গর্বিত ছেলের উপর। বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে হার মানিয়ে সে আজ তার লক্ষ্যে পৌছাতে পেরেছে বলে জানান তিনি। পরিবারের প্রত্যেকেই তাকে সমর্থন জানিয়েছে। আগামী দিনে এই ধরনের কাজ সিদ্ধার্থ অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছে।

নিষিদ্ধ হচ্ছেন কাতার বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবলার পাপু গোমেজ

বাসেল, ২০ অক্টোবর(হি.স.): কাতার বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টাইন ফুটবলার পাপু গোমেজ ডোপ টেস্ট পজিটিভ হওয়ার নিষিদ্ধ হলেন। মনজার এই খেলোয়াড় সেভিয়ায় থাকাকালীন নিষিদ্ধ ড্রাগ নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে।গত ২০২২ সেপ্টেম্বরে স্প্যানিশ লিগে খেলার সময় নাকি তিনি নিষিদ্ধ ড্রাগ নেন। তাই তাকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে উয়েফা। তবে উয়েফা গোমেজের ব্যাপারে এখনও আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত দেয়নি। তবে শিগগিরই নাকি বিবৃতি দেবে বলে জানিয়েছে উয়েফা।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ চার ইনিংসেই সেঞ্চুরি ওয়ার্নারের

বেঙ্গালুরু, ২০ অক্টোবর(হি.স.): পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ চার ইনিংসেই সেঞ্চুরি ডেভিড ওয়ার্নারের। আজ শুক্রবার বিশ্বকাপ ম্যাচেও সেঞ্চুরি করলেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে বাবর আজমের দলের বিপক্ষে শেষ চার ওয়ানডেতেই শতক করলেন ওয়ার্নার।বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে মোহাম্মদ নেওয়াজের বলে সিঙ্গেল নিয়ে ৮৫ বলে সেঞ্চুরি তুলে নেন ওয়ার্নার। এবারের বিশ্বকাপে এটিই তার প্রথম শতরান। শতরান পেরিয়ে তিনি থামলেন ১৬৩ রানে।পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ার্নারের আগের তিনটি ইনিংস হলো- ১৩০, ১৭৯ ও ১০৭ রানের। করেছেন ২০১৭ সালে সিডনি,অ্যাডিলেডে ও টন্টনে।

বিশ্বকাপের টিকিট পাবেন না সব সদস্য, বরাদ্দ হবে অনলাইনে

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স.): ইডেনে খেলা থাকলে সাধারণত সব সদস্য একটি করে টিকিট পান। কিন্তু বিশ্বকাপে সেটা পাওয়া যাবে না।এবার টিকিট কম। সদস্যদের জন্য তাই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগে গেলে আগে পাওয়া যাবে নিয়মে বাংলার ক্রিকেট সংস্থার ওয়েবসাইটে গিয়ে টিকিট বুক করতে হবে। তার পর ইডেনে গিয়ে সদস্য কার্ড দেখিয়ে টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে সবাই টিকিট পাবেন না।দীর্ঘ দিনের প্রথা ভাঙল ইডেন, বিশ্বকাপের টিকিট পাবেন না সব সদস্য। ইডেনের টিকিট পেতে হলে পরিশ্রম করতে হবে বাংলার ক্রিকেট সংস্থার সদস্যদেরও। অনলাইনে টিকিট বুক করতে হবে তাদের। পরে সেই টিকিট সংগ্রহ করতে হবে ইডেনে গিয়ে।সিএবি-র তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী সিএবির সমস্ত সদস্যদের বিনামূল্যে টিকিট দেওয়া হবে। কিন্তু সেই টিকিটের সংখ্যা সীমিত। ইডেনে মোট পাঁচটি ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের টিকিট অনলাইনে বুক করতে হবে সিএবি-র সদস্যদের।সিএবি-র ওয়েবসাইটে গিয়ে টিকিট বুক করতে হবে। সমস্ত সদস্যে ২১ অক্টোবর থেকে টিকিট বুক করতে পারবেন। শনিবার সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত টিকিট বুক করা যাবে। শনিবার পাওয়া যাবে বাংলাদেশ বনাম নেদারল্যান্ডস (২৮ অক্টোবর), বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান (৩১ অক্টোবর) এবং পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ড (১১ নভেম্বর) ম্যাচের টিকিট। সোমবার (২৩ অক্টোবর) সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা (৫ নভেম্বর) এবং সেমিফাইনাল (১৬ নভেম্বর) ম্যাচের টিকিট।

রানের পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান

বেঙ্গালুরু, ২০ অক্টোবর(হি.স.): পাকিস্তানের শক্তিশালী বোলিংকে পাত্তাই দিলেন না ডেভিড ওয়ার্নার এবং মিচেল মার্শ। শাহিন শাহ আফ্রিদি-হারিসদের নাস্তানাবুদ করে ওপেনিং জুটি করল ২৫৯ রান।ডেভিড ওয়ার্নার(১৬৩) এবং মিচেল মার্শ(১২১) রান করলেন। আজ বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামে অস্ট্রেলিয়া। নির্ধারিত ওভার শেষে ৩৬৭ রান করেছে কামিন্সের দল।উল্লেখ্য পাকিস্তানের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার এই ২৫৯ রানের জুটি এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপে তাদের সবচেয়ে বড় ওপেনিং জুটি। পাকিস্তানের হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট(৫) নিয়েছেন শাহিন আফ্রিদি।

বড়জোড়া মিতালি সংঘের থিম ’বৃদ্ধাশ্রম’ দাগ কেটেছে জনমানসে

বাঁকুড়া, ২০ অক্টোবর (হি. স.) এবারের দুর্গাপূজায় বড়জোড়া মিতালি সংঘের বৃদ্ধাশ্রম থিম গভীর দাগ কেটেছে জনমানসে।’খোকা তোর বাবার শরীরটা কেমন করছে’ - কান্না জোড়ানো মেয়েলি কণ্ঠস্বর কানে আসার পরমূহুর্তেই পুরুষ ন্ট্রে নিদান ’হাসপাতালে নিয়ে চল!’ মহিলা বলে উঠলেন ডাক্তার ৭২ ঘন্টা সময় দিয়ে দিয়েছে।’ তা আমি কি করব, বলছি তো টাকা পাঠাচ্ছি - পুরুষ ন্ট্রের এই সংলাপ পুজোর মন্ডপের সামনে আসতেই শোনা যাবে। অডিওতে টেলিফোনিক এই সংলাপ শুনে হয়ত দর্শক চমকে উঠবেন গঙ্গাজলঘাটি থানার দুর্লভপুর মিতালী সংঘের মন্ডপে এসে। এই পুজো কমিটির সভাপতি বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। ছোটো বেলা থেকেই এই ক্লাবের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। তাই পুজোর কদিন তিনি মন্ডপ ছেড়ে কোথাও যাবেন না জানিয়ে সৌমিত্র খাঁ বলেন, আমাদের এই এলাকায় তখন সর্বজনীন দুর্গোৎসব ছিল না। অথচ মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের মত পূর্ব ভারতের সর্ব বৃহৎ কারখানা এই দুর্লভপুরের বুকেই গড়ে উঠেছে। এলাকাবাসীর দাবি মত মিতালী সংঘের অন্যতম সদস্য অমিয় খাঁ, সাধন মুখার্জি, জহর গোস্বামী, সজল চট্টরাজরা সর্বজনীন দুর্গা পুজো করার উদ্যোগ নেন। ১৯৯৫ সালে প্রথম বর্ষেই আকর্ষণীয় পুজো শুরু করে মিতালী সংঘ। গোটা উত্তর বাঁকুড়া ভেঙে জনস্রোত নেমে আসে সে সময়। তারপর থেকে বিরাট উৎসাহ নিয়ে এলাকায় বিগ বাজেটের পুজোয় ভিন্ন ধরনের থিমের উপহার দিচ্ছেন বলে জানান সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।এবারের পুজোর থিম বৃদ্ধাশ্রম। শিল্পী উৎপল দাস তার কর্মশালা ”ওয়ান টাচ ইভেন্ট” এর কর্মীদের নিয়ে অপূর্ব দক্ষতায় বর্তমান প্রজন্মের ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন ও বৃদ্ধাশ্রমে তাদের বৃদ্ধ বাবা মা কি দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে জীবনের শেষ দিনটির দিকে এগিয়ে চলেছেন তার কাহিনী বিন্যাস করছেন।

মন্ডপের সামনে আসতেই অডিওতে মা ছেলের কথোপকথন শুনে থমকে দাঁড়াতেই হবে। তারপর সদর দরজা দিয়ে ঢুকতেই বিশাল ফাঁকা জায়গা সেখানে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা গল্পে মশগুল। বোঝা যাচ্ছে তাদের ছেলে মেয়েরা সবাই প্রবাসী। বাড়িতে বুড়ো বুড়ি। তাই পড়শীদের কাছে ছেলে বৌমার গল্প শোনাচ্ছেন একে অপরকে। এখানেও অডিও তরঙ্গ শোনা যাবে কার ছেলে মা বাবাকে কত শ্রদ্ধা করেন, বছর বছর কত উপহার পাঠান ইত্যাদি। অথচ সবই যে মিথ্যে তাও বোঝা যায় ভাষ্যকারদের ন্ট্রে। এখান থেকে দর্শক দ্বিতীয় দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেই দেখতে পাবেন বৃদ্ধাশ্রম। সেখানে কামরায় কামরায় রয়েছেন বুড়ো বুড়িরা। উল্টো দিকে তাদেরই ছেলে মেয়েরা কেউ ভিন দেশে তো কেউ ভিন রাজ্যে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে রঙিন স্বপ্নে বিভোর। সেখানেও অডিও ভাষ্য শোনা যাবে নানা মর্মাহত সংলাপ। এরপর তৃতীয় দরজায় গিয়ে গাছ গাছালিতে ভরা সবুজ মাঠ। সেখানে বাবা মা তাদের সন্তানকে কিভাবে মানুষ করছেন তার চিত্রলিপি ফুটিয়েছেন শিল্পী উৎপল দাস তার নিপুনতায়। এই কাহিনী শুনতে শুনতে যাবেন মাতৃ দর্শনে। সেখানে অডিওতে শোনা যাবে ”প্রাতিমা”তে ঈশ্বর না খুঁজে, প্রতি”মা যে বাড়িতে রয়েছেন তিনিই দুর্গা। মিতালী সংঘের অন্যতম কর্ণধার অমিয় খাঁ জানান, আমাদের মন্ডপে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দর্শকদের মনোরঞ্জন এর জন্য নানান প্রতিযোগিতার আয়োজন থাকছে।

লেকটাউনে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে ছিনতাইবাজের কবলে মহিলা, ধৃত ৩

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স.): ঠাকুর দেখতে বেরিয়েও শান্তি নেই! পুজো মণ্ডপে প্রথমে মহিলাকে অনুসরণ। তারপর ফাঁকতাল পেতেই তাঁর গলা থেকে হার ছিনতাইয়ের চেষ্টা। গ্রেফতার তিন অভিযুক্ত। লেকটাউনের একটি নামী পুজো মণ্ডপের ঘটনা।জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর রাতে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন ওই মহিলা। লেক টাউনের একটি পুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখছিলেন তিনি। অভিযোগ, মহিলা হাঁটার সময় থেকেই তিনজন যুবক তাঁকে অনুসরণ করছিলেন। এরপরই সুযোগ পেয়ে ওই মহিলার থেকে গলার হার করার চেষ্টা করে। মহিলার চিৎকারে হাতেনাতে তিনজনকে ধরে ফেলে স্থানীয় বাসিন্দারা।এর পরই লেকটাউন থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের নাম মহম্মদ সিকান্দার, মহম্মদ ইমরান এবং মহম্মদ তাসলিম নিউটাউন এলাকার বাসিন্দা। আজ অভিযুক্তদের বিধাননগর আদালতে তোলা হবে। পুলিশ তাদেরকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে।

নবজাগরণ সংঘের পূজা প্যান্ডেল কেদারনাথ মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২০ অক্টোবর।। বক্সনগর নবজাগরণ সংঘ এই বছর দুর্গা পুজো দর্শনার্থীদের জন্য, কেদারনাথ মন্দির অনুকরণে থিম প্রতিষ্ঠিত করেছে। নবজাগরণ সংঘ ১৯৭৬ সনে হয়েছিল। বক্সনগর রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্নঠিক তার উল্টোদিকে নবজাগরণ সংঘের অফিস ঘর। সুদীর্ঘ ৪৭ বছর ধরে সার্বজনীন দুর্গোৎসব করে আসছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সদস্যরা মিলে। শুরুতেই ক্লাবের এবং সদস্যরা অসহায় গরিব মানুষের পাশে এসে বিভিন্নভাবে সামাজিক কাজ করে চলেছে। শুধু পুজো নয় দরিদ্র অসহায় পরিবারের কন্যাদায় গ্রস্ত দায়িত্ব পিতাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করা।দরিদ্র অসহায়ের মধ্যে প্রতিভা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বই খাতা কলম দিয়ে সাহায্য করা। স্কুল বিমুখ ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলমুখকরা, এই সমস্ত কাজে ক্লাব তাদের পাশে দাঁড়া। অনেক টাকা পয়সার অভাবে চিকিৎসা করতে পারে না তাদেরকেসহায়তা করে পাশে দাঁড়ায়। এই বছর নবজাগরণ সংঘ দর্শনার্থীদের জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছেন পুজোতে ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত গাড়োয়াল পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত কেদারনাথ মন্দির তারই অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত করেছে দীর্ঘ উঁচু ৩৫ মিটার, কথিত আছে এই মন্দিরে বছরে ৬ মাস খোলা থাকে ভক্তবৃন্দদের জন্য আর ৬ মাস বন্ধ থাকে। হিন্দু পুরাণ কাহিনীর মতে ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম মন্দির হ্যালো কেদারনাথ মন্দির। শ্রী মন্দিরের আদলেই তৈরি করেছেন বক্সনগর এলাকার লোকাল ডেকোরেটার। মৃৎশিল্পী হিসেবে মূর্তি তৈরি করেছেন অতীন্দ্র সরকার। সব মিলিয়ে পুজোর বাজেট তিন লক্ষ টাকা। তারমধ্যে অষ্টম দিন অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করবেন বক্সনগরএম এল এ এবং ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাচ গান ঢাকের তালে নি ত্য। বাদ্য এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান। প্রতিদিন ভক্তদের জন্য রয়েছে আন্ন ভোগের ব্যবস্থা। আজ মহাষষ্ঠী থেকে মন্দিরে প্রবেশদ্বার খোলা হয়ে গেছে। শান্তি-শৃঙ্খলা বিভিন্ন আকর্ষণের মধ্যে পুজো টাকার জন্য সভাপতি সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তার পাশাপাশি বলেছেন দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ৫০ জনকে বস্ত্র বিতরণ করা হবে। বক্সনগর এলাকা দীর্ঘ পোড়ানো সেই ক্লাবের ঐতিহ্য বজায় রেখে আনন্দ উপভোগ করার জন্যদর্শ নার্থীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছ ক্লাব সভাপতি সুদীপ্ত সরকার।

হাফলঙে এবার ২৩টি মণ্ডপে দুর্গা পূজা

হাফলং (অসম), ২০ অক্টোবর (হি.স.) : আগামীকাল মহাষষ্ঠীতে দেবীর বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। তাই অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলায় এখন উৎসবের আমেজ। এবার শৈলশহর হাফলঙে দুটি পুজো বেড়ে হয়েছে মোট ২৩টি। তার মধ্যে এবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু বড় হাফলং শিব মন্দিরের পূজা। হাফলঙের প্রায় সব মণ্ডপে স্থাপিত প্রতিমায় শেষ তুলির টান দিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা।এই পূজার সভাপতি উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা, সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী অজয় চক্রবর্তী। প্রথমবারের মতো পূজার আয়োজন করে এবার চমক সৃষ্টি করতে চাইছেন কমিটির সদস্যরা। পুজোর বাজেট প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। ঢাকির দল আসছে কলকাতা থেকে।পুজোর তিন দিন থাকবে দর্শনার্থীদের জন্য মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা, জানিয়েছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা।এদিকে হাফলং শহরের অন্যতম পূজা কমিটি মা শক্তি দুর্গা পূজা কমিটি এবার মণ্ডপ তৈরিতে তেমন চমক সৃষ্টি না করলেও প্রতিমা গড়া হয়েছে দৃষ্টিনন্দন করে। পূজা কমিটির অন্যতম সদস্য দিলীপ মিত্র জানিয়েছেন, প্রতিমা নির্মাণ করেছেন প্রদেশ ভট্টাচার্য্য। এবার প্রতিমা দেখতে মা শক্তি দুর্গা পূজা কমিটির পুজোয় ব্যাপক দর্শনার্থীর সমাগম ঘটবে বলে আশা প্রকাশ করছেন। তাছাড়া, অন্যান্যবারের মতো থাকবে দর্শনার্থীদের জন্য সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীতে মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে, জানিয়েছেন পুজো কমিটির সদস্যরা।অন্যদিকে, হাফলং শহরের সবচেয়ে প্রাচীন পূজার মধ্যে হচ্ছে হাফলং জগন্নাথ মন্দির ও হাফলং টাউন কালীমন্দির পূজা কমিটি এবং হাফলং রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির পূজা। ১১২ বছর পুরনো হাফলং জগন্নাথ মন্দিরের পূজা অনুষ্ঠিত হয় সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকতা বজায় রেখে। পুজোর তিনদিনই ভক্তদের জন্য রাখা হয় মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। এদিকে হাফলং টাউন কালীমন্দিরে চলছে নবরাত্রির পূজা। মহালয়ার পরের দিন থেকে শুরু হয়ে গেছে নবরাত্রির পূজা। হাফলং কালীমন্দিরে নয়দিনই ভক্তদের জন্য মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা রাখা হয়।

কংগ্রেসের সঙ্গে দ্বন্দ মধ্যপ্রদেশ নির্বাচনে তৃতীয় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা সপা-র

ভোপাল ও লখনউ, ২০ অক্টোবর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে দ্বন্দ শুরু হয়েছে সমাজবাদী পার্টির। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই শুক্রবার মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে তৃতীয় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে সপা। দু”জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে সপা-র পক্ষ থেকে। এদিকে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ”বিশ্বাসঘাতকের” অভিযোগ এনেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তিনি বলেছেন, ’কংগ্রেস যদি (মধ্যপ্রদেশে) আসন দিতে না চায়, তবে তাঁদের আগেই বলা উচিত ছিল। সমাজবাদী পার্টি কেবলমাত্র সেই আসনে লড়ছে, যেখানে আমাদের নিজস্ব সংগঠন রয়েছে। আমি জানি আইএনডিআই জোট জাতীয় পর্যায়ে (সংসদীয়) নির্বাচনের জন্য। কংগ্রেস যদি এভাবেই চলতে থাকে, তাহলে তাঁদের কে বিশ্বাস করবে? আমরা যদি বিজেপির বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি নিয়ে লড়াই করি, তবে আমরা সফল হব না।’এদিকে, কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাতে বলেছেন, ’আমি মনে করি টিকিট বিতরণের সময় প্রায়ই ছোট ছোট ঝগড়া হয় এবং এটি খুব স্পষ্ট। তাঁরা (সমাজবাদী পার্টি) আইএনডিআই জোটের একটি অংশ এবং তাঁদের বোঝানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।’ রাজনৈতিক মহলের নজর এখন কংগ্রেস ও সপা-র মধ্যে এই দ্বন্দের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

শুক্লাচরণ

● আটের পাতার পর

সেবন করে অশান্তির বাতারন করাথেকে বিরত থাকারজন্য জানালেন মন্ত্রী। পূজার কয়েকদিন সকলে পরিবার আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে আনন্দের সহিত দিন কাটাতেপারে তারই কামনা করলেন মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্যশেষে মন্ত্রীর হাতধরে এলাকার কিছুসংখ্যক লোকজনদের মধ্যে বস্ত্র তুলে দেওয়াহয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিতছিলেন জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, বিশিষ্ট সমাজ সেবী অজয় রিয়াং, বিশিষ্ট সমাজসেবী মনীন্দ্র বিশ্বাস, বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউ মন্দিরের প্রভুজী করুনেশ্বর মাধব দিস সহ অন্যান্যরা। আজকের দিনে মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে সকলে খুবই আনন্দিত।

প্রধানমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

এবং আজও বলছি। - জিসকা শিলান্যাস হাম করতে হ্যায়, উসকা উদ্ঘাটন ভি হাম হি করতে হ্যায়।’প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ’এই নতুন ট্রেনে (নমো ভারত), ড্রাইভার থেকে শুরু করে পুরো ক্রু-তারা সবাই মহিলা। এটি ভারতে ক্রমবর্ধমান নারী ক্ষমতায়নের প্রতীক।’ মোদী বলেছেন, ’আমি এই অতি-আধুনিক ট্রেনে (নমো ভারত) ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ পেয়েছি। আমার শৈশব কেটেছে রেলওয়ে প্লাটফর্মে এবং আজ রেলওয়ের এই নতুন রূপ আমাকে আনন্দে ভরিয়ে দিচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা আনন্দদায়ক। আমাদের নবরাত্রির সময় শুভ কাজ করার ঐতিহ্য রয়েছে। ভারতের প্রথম নমো ভারত ট্রেন আজ মা কাত্যায়নীর আশীর্বাদ পেয়েছে।’

পাটনা বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে বিদায় জানান বিহারের মুখ্যমন্ত্রী

পাটনা, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : পাটনা বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে বিদায় জানালেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিহারে তিন দিনের সফরে ছিলেন। শুক্রবার সকালে তিনি পাটনা থেকে গয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন।এদিন পাটনা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার তাঁকে ফুলের তোড়া ও শাল উপহার দিয়ে বিদায় জানান। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের সঙ্গে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বিজয় চৌধুরী, মেয়র সীতা সাহু, একাধিক ঊর্ধতন আধিকারিক ও নেতারা। গয়ায় গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এরপরে তাঁর বিহার সফর শেষ হবে এবং তিনি গয়া থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

তিন দিনের সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিহারের চতুর্থ কৃষি রোড ম্যাপ উদ্বোধন করেন। পাটনা সাহেব গুরুদ্বার দর্শন করেন। এছাড়াও তিনি মতিহারিতে মহাত্মা গান্ধী সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং পাটনা এইমস-এর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

অন্তিম ম্যাচেও হারলো ত্রিপুরা ভিনু মানকড় অভিযানও শেষ

ত্রিপুরা-১৩১(৩৭.১) পন্ডিচেরি-১৩৫/২(১৪.৫)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। ট্র্যাডিশনাল পরাজয়। ধারাবাহিক পরাজয়ে জাতীয় ক্রিকেটে ত্রিপুরা দলের অবস্থান অনেকটাই নিম্ন পর্যায়ে চলে আসছে। ভিনু মানকড়ে শেষ ম্যাচেও হারলো ত্রিপুরা। তাও পন্ডিচেরির কাছে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে। ব্যাটিং ব্যর্থতার ট্র্যাডিশন অব্যাহত। আর তাতেই পরাজিত হলো ত্রিপুরা। আসরের ৫ম তথা গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে এসে চতুর্থ পরাজয়ের তেঁতো স্বাদ পেলো ত্রিপুরা। অনূর্ধ-১৯ ভিনু মানকড় ট্রফি ক্রিকেটে। সেন্ট স্টিফেন্স গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ৮ উইকেটে। পন্ডিচেরির বিরুদ্ধে। মূলতঃ ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা পরাজয়ের অন্যতম কারন। ত্রিপুরার গড়া ১৩১ রানের জবাবে পন্ডিচেরি ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ত্রিপুরার প্রীতম দাস সর্বাধিক ৪৪ রান করেন। পন্ডিচেরির সাই হরিরাম বোলিংয়ে এবং অধিনায়ক যশনাথ শ্রীরাম ব্যাটে যথেষ্ট দাপট দেখান। মিজোরাম ম্যাচে ব্যাট হাতে সাফল্য পাওয়া দুই ওপেনার দেবাংশু (২৪) এবং দ্বীপজয় (১৮) শুক্রবার ব্যর্থ হওয়ায় শুরুতেই চাপে পড়ে যায় ত্রিপুরা। ওই অবস্থায় দীপঙ্কর ভাটনাগরের পরিবর্তে খেলতে নামা প্রীতম দাস সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তৃতীয় উইকেটে দলনায়ক সপ্তজিৎ দাসের (৪) সঙ্গে না পেরে অর্কজিত পালের সঙ্গে জুটি বেঁধে কিছুটা দায়িত্বপূর্ণ ব্যাট চালিয়ে ত্রিপুরাকে শতরানের গণ্ডি পার করিয়ে আনে। কিন্তু প্রীতম এবং অর্কজিৎ আউট হতেই 'তাসের ঘরের' মতো ভেঙ্গে যায় ত্রিপুরার ইনিংস। প্রীতম ৭৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২০ রান। পন্ডিচেরির পক্ষে সাঁই হরিরাম ৩৩ রান দিয়ে ৪ টি উইকেট পান। এছাড়া, শ্রীভর্ষণ, অর্জুন এবং মিথিয়ানন্দ প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পন্ডিচেরি ১৪.৫ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। যশনাথ শ্রীরামের অধিনায়কোচিত ব্যাটিং তথা ৪৪ বল খেলে দশটি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৮৯ রান সংগ্রহ করে একাই যেন জয় এনে দেয়। ওপেনার সাঁই স্বাত্বিক ৩৫ বলে ৩৩ রান সংগ্রহ করে ভালোই সঙ্গ দিয়েছিল। ত্রিপুরার পক্ষে সপ্তজিৎ ও রোহন একটি করে উইকেট পেয়েছে।

সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে ভাইটাল ম্যাচে মহারাষ্ট্রের কাছে হেরে স্বপ্নচূর্ণ ত্রিপুরার

মহারাষ্ট্র: ৩ ত্রিপুরা: ১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। স্বপ্ন চূর্ণ ত্রিপুরার। টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার আগে যে স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে অনেক জল ঘোলার কারণে শেষ পর্যন্ত সন্তোষ ট্রফি আসরে অংশ নিয়ে প্রথম ম্যাচে অন্ধ্রপ্রদেশকে হারিয়ে যে চমক তৈরি করেছিল। ক্রমশঃ পরাজয়ের

সন্তোষ ট্রফি ফুটবল, এফ-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
মহারাষ্ট্র	৪	৪	০	০	২১-১	১২
তেলেঙ্গানা	৪	২	২	০	৮-০	৮
লাক্ষাদ্বীপ	৪	২	১	১	৫-৪	৭
ত্রিপুরা	৪	১	১	২	২-৪	৪
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪	০	১	৩	০-১১	১
আন্দামান	৪	০	১	৩	০-১৬	১

কল্যাণে এখন সেই তকমা বিলীন প্রায়। ডার্ক হর্স, কালো ঘোড়ার সব বিশেষণ এখন অতীত। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এর আশা শিকেয় তুলে রেখে গ্রুপ রানার্স হয়ে মূল পর্বে খেলার ক্ষীণ প্রত্যাশা এতদিন জিইয়ে রাখতে পারলেও আজ শুক্রবার মহারাষ্ট্রের কাছে ১-৩ গোলে পরাজয় ত্রিপুরা দলকে মূল পর্বের দৌড় থেকে পুরোপুরি ছিটকে দিয়েছে। ২২ অক্টোবর, রবিবার গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে লাক্ষাদ্বীপের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার খেলা থাকলেও অনুমান করে এটাও বলা যাচ্ছে যে, এই লাক্ষাদ্বীপ শেষ ম্যাচে ত্রিপুরাকে হারিয়ে হয়তো গ্রুপ রানার্সের স্বীকৃতি পেয়ে মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র পাবে। এই মুহূর্তে তেলেঙ্গানা আজ, শুক্রবার ৭-০ গোলে আন্দামানকে হারিয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করলেও অন্তিম ম্যাচে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাফল্য পায় কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে ৭৭ তম সন্তোষ ট্রফি জাতীয় ফুটবল আসরের এফ গ্রুপের খেলায় আয়োজক মহারাষ্ট্রের কাছে ত্রিপুরা ১-৩ গোলে পরাজিত হয়েছে। প্রথমার্ধে মহারাষ্ট্র এক শূন্য গোলে এগিয়েছিল ত্রিপুরার পক্ষে একমাত্র গোলটি করে লাল ভ্যাঙ্গা ডারলং। তবে ত্রিপুরার ফুটবলাররা এতটাই রাফ খেলেছে যার জন্য পাঁচ জনকে আজ হলুদ কার্ড দেখতে হয়েছে। দিনের প্রথম খেলায় লাক্ষাদ্বীপ ৪-০ গোলে অন্ধ্রপ্রদেশকে পরাজিত করে তৃতীয় শীর্ষে উঠে এসেছে।

সন্ধান চাই

উপরের ছবিটি শ্রীমতি অন্তরালীনা দাস (২১) পিতা শ্রী শ্রীধাম দাস সাং- কাচেরঘাট, থানা - কৈলাসহর, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত ১৩.০৯.২০২৩ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে বাহির হয় কিন্তু আর ফিরে আসে নাই। তাহার বর্ণনা ঃ বয়স ২১ বছর, উচ্চতা ৪ ফুট, গায়ের রং- ফর্সা, মুখমন্ডল - গুলাকার, চুল - কালো। কৈলাসহর মহিলা থনার জি ডি ই নাম্বার ১৪ তারিখ ১৪.০৯.২০২৩

উপরিউক্ত ছবিটি কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণের অনুরোধ রইলো।

যোগাযোগ ঠিকানা ঃ

১। এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর ফোন নং - ০৩৮২৪ ২২২৩৯২

২। এসডিপিও কৈলাসহর ফোন নং - ০৩৮২২২২১৬ / ৮৯৭৪৮৫৩৫৪

৩। ওসি মহিলা থানা কৈলাসহর ফোন নং - ৭০০৫৯৫১২২৬

ICA-D-1160/23

সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেট বৃষ্টির থাবায় দ্বিতীয় ম্যাচও পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। আবারও পরিত্যক্ত ম্যাচ। থাবা বৃষ্টির। ফলে পর পর দুই ম্যাচেই পয়েন্ট ভাগ করতে বাধ্য হলো ত্রিপুরা। তিকুবন্তপুরমে অনুষ্ঠিত সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে। রেলওয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিলো বৃষ্টির জন্য। শুক্রবার ঝাড়খন্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচের শুরুটা ভালো হয়েছিলো। কিন্তু ঝাড়খন্ডের ইনিংস শেষ হতেই শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি না কমায় ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষনা করেন আম্পায়ার-রা। ফলে দুদলকেই দেওয়া হয় ১ পয়েন্ট করে। এদিন ঝাড়খন্ড প্রথমে ব্যাট নিয়ে ১৩৬ রান করেছিলো। ২২ অক্টোবর ত্রিপুরার তৃতীয় ম্যাচ বিহারের বিরুদ্ধে। স্পোর্টর্স হাব ইন্টারম্যাশনাল ক্রিকেট মাঠে দিবা-রাত্রী ম্যাচে টসে জয়লাভ করে ঝাড়খন্ডের অধিনায়িকা প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। ত্রিপুরার আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে ঝাড়খন্ড নিকর্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রান করে। দলকে বড় কোর গড়াতে মূখ্য ভূমিকা নেনুইকেট রক্ষক ইন্দ্রাণী রায়।ডান হাইত ওই ব্যাটসম্যানটি ৪৯ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে ঐশানি ৩২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ এবং রিতু ২৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায।এ ২৮ রান করেন।ত্রিপুরার পক্ষে দলনায়িকা অন্নপূর্ণা দাস ১১ রান দিয়ে ২ টি, অন্বেষা দাস ৭ রান দিয়ে এবং রেশ্মি নায়েক ৭ রান দিয়ে ১ টি উইকেট পেয়েছেন।

কাবাডি সভাপতি রূপক দেবরায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের খেলোয়াড়ের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। কাবাডি সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে থানায় এফ.আই.আর করা হয়েছে। প্রায় ২৪ ঘন্টা কাল পেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলেও এখন পর্যন্ত গ্রেফতারের কোন খবর নেই। আদৌ বিষয়টা জামিন অযোগ্য, না যোগ্য, সেটা দেখবে থানা পুলিশ। তবে এফ.আই.আর-এর ভিত্তিতে অভিযুক্ত কাবাডি সভাপতিকে আদৌ পুলিশ গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হয়েছেন কিনা সেটা যাঁরা অভিযোগ দায়ের করেছেন, তাঁরা অন্ততপক্ষে এখনও জানতে পারেননি। বিষয়টা বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যা রাতের ঘটনা। প্রতিভাবান কাবাডি খেলোয়াড় সাগর দেববর্মা বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটায় পূর্ব থানায় ত্রিপুরা কাবাডি সংস্থার সভাপতির বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এই খেলোয়াড় এফআইরে উল্লেখ করেছেন যে জাতীয় আসরে খেলানোর উদ্দেশ্যে তাকে চেন্নাই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। চেন্নাই রেল স্টেশনে তাকে ফেলে রেখেই দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, সংস্থার সভাপতির নিজস্ব লোক অর্পণ চাকমা চলে এসেছেন বলে অভিযোগ। সর্বস্বান্ত হয়ে সাগর অনেক কষ্টে প্রথমে কলকাতায় এবং পরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার বিমানে আগরতলায় পৌছুলে পূর্ব থানায় পুলিশের কাছে বিস্তারিত জানিয়ে তার বাবা শ্যামাচরণ দেববর্মা মানমিতা দেববর্মা অভিযোগ দায়ের করেছেন। অবশেষে গাড়ি করে রাত দুইটায় ধলাইস্থিত মনুতে সাগর তার পিতা-মাতা সহ বাড়িতে পৌছলেও সামগ্রিক বিষয়টা নিয়ে তাঁরা অনেকটাই সন্ত্রস্ত।

রাজ্য স্কোয়াশ টুর্নামেন্টে ব্যাপক সাড়া, আজ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। বেশ উৎসাহ উদ্দীপনায় ত্রিপুরা রাজ্য স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছে আজ থেকে। শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টায় আসাম রাইফেলস স্কোয়াশ কমপ্লেক্সে অল ত্রিপুরা স্কোয়াশ অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত দু-দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ মহিলা, বালক বালিকা প্রত্যেক বিভাগেরই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা

NO.F.III-1(11)-CEU/E-Tender/2023/391-.93 Dated, Kailashahar 79/10/2023.

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER

It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement of 10(ten) nos. foreign Liquor Shops and 09 (nine) nos. Country Liquor Shops under Unakoti District for the period from 1st December 2023 to 31st March 2025.

The order details related to e-tender can be seen and obtained from the website https://tripuratenders.gov.in and also available in the Office Noticr Board of the Collector of Excise, Unakoti District, Kailashahar.

Corrigendum/addendum, if any will be published only on the above website.

Collector of Excise
Unakoti District: Kailashahar

ICA/C-2857/23

PNIT NO: O9/EE/RD/SNMD/2023-24, Dt. 18/10/2023

The Executive Engineer, R D Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 06/11/2023 for 1 (one) no. work worth Rs 1,58,155.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Sonamura
(Dhanpur) Division

ICA/C-2842/23

No.20 (47)/DM/S/EX/2023/PART-IV/198 Dated,|® Oct, 2023

NOTICE INVITING E-TENDER

It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement of one Harina Bazar Foreign Liquor shop under South Tripura District for the period from December,2023 to March, 2025 under the provisions of Rule 29A read with Rule 22 of the Tripura Excise Rules, 1990 (as amended up to 2021) subject to terms and conditions through e-procurement website of the Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in.

The sites for foreign liquor shop shall be selected following the procedures laid down as per the provisions of Rule 26 of the Tripura Excise Rules, 1990 (as amended up to 2021).

Intending tenderer shall submit e-tender addressed to the Collector of Excise, South Tripura District. The bids shall be uploaded /submitted by the bidders within 21 (Twenty One) days from the date of publication of e-tender.

The other details related to e-tender can be seen and obtained from the website https://tripuratenders.gov.in, Corrigendum/ addendum, if any will be published only on the above website.

COLLECTOR OF EXCISE
SOUTH TRIPURA DISTRICT

ICA/C-2837/23

PNIe-T No. 20/EE/DWS/KD/2023-24 Dt. 18/10/2023

(1) DNIe-T No_191/EE/DWS/KD/2023-24
(2) DNIe-T No_192/EE/DWS/KD/2023-24
(3) DNIe-T No_193/EE/DWS/KD/2023-24
(4) DNIe-T No_194/EE/DWS/KD/2023-24
(5) DNIe-T No_195/EE/DWS/KD/2023-24
(6) DNIe-T No_196/EE/DWS/KD/2023-24
(7) DNIe-T No_197/EE/DWS/KD/2023-24
(8) DNIe-T No_198/EE/DWS/KD/2023-24

Period of dewitfoading of biding documents at :- 30/10/2023 to 15/11/2023
Deadline for online Bidding :- 15/11/2023 upto 15.00 Hours
Date of Time of Opening Bid :- 16/11/2023 upto 12.00 Hours
Place of opening of Bid(s) :- O/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat

For details please contact to the office ofthe undersigned.gov.in
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

Executive Engineer
DWS Division, Kimarghat
Unakoto Tripura

ICA/C-2831/23

PNIe-T No:- 20 /PNIeT/EE/DWS/BLN/2023-24

e-Tender in single bid system are Invited for the following work:-

Sl. No.	DNIeT No	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	84/DNIeT/EE/DWS/BLN/2023-24	₹ 68,09,825.00	₹ 1,36,197.00	Upto 3.00 P.M on 08.11.2023	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 08.11.2023 If possible
2	85/DNIeT/EE/DWS/BLN/2023-24	₹ 55,40,825.00	₹ 1,10,817.00			
3	86/DNIeT/EE/DWS/BLN/2023-24	₹ 61,82,825.00	₹ 1,23,656.00			
4	87/DNIeT/EE/DWS/BLN/2023-24	₹ 57,02,725.00	₹ 1,14,055.00			
5	88/DNIeT/EE/DWS/BLN/2023-24	₹ 63,44,725.00	₹ 1,26,895.00			
6	89/DNIeT/EE/DWS/BLN/2023-24	₹ 61,82,825.00	₹ 1,23,657.00			
7	90/DNIeT/EE/DWS/BLN/2023-24	₹ 60,23,725.00	₹ 1,20,475.00			
8	91/DNIeT/EE/DWS/BLN/2023-24	₹ 58,22,008.00	₹ 1,16,440.00			

All details can be seen in the office of the undersigned, NB: The detailed press notice & bid documents for the work https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or Procurement website www.tripuratenders.gov.in

For any query please contact to office of the undersigned durin dwsdivisionbelonia@gmail.com/ eedwsdivbln@yahoo.in

For and on behalf of Governor of Tripura.

Executive Engineer
DWS Division, Belonia,
South Tripura District, Tripura
"Conserve Water and Save Life"

ICA/C-2826/23

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

PNIT No. 3-81/DEV/eten/SDFO/SNM22/2427 Dated.12.10.2023

The Member Secretary, FDA Sonamura, Sepahijala District, Tripura on behalf of the Governor of Tripura invites online percentage rate e-tender for the following work:

Name of Works	:	Construction of Beat Office cum Quarter at Kathalia Beat under Kathalia Range under Sonamura FDA
EstimatedCost	:	Rs. 49,04,930.00 (Rupees forty nine lakhs four thousand nine hundred thirty)only
Bid Fee	:	Rs.1,000.00(Rupees one thousand) only
Earnest Money	:	Rs.98,099.00(Rupees ninety eight thousand ninety nine) only
Last date & time for online Bidding	:	06.11.2023upto3:00PM

Note: The bid forms and other details in clouding online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Member Secretary
FDA Sonamura, Sepahijala Tripura

ICA/C-2821/23

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

PNIT No.: F. 6-48/SDFO-B/T/eTender/19-20/3010 Dated.11.10.2023

The Member Secretary, FDA Bishalgarh, Sepahijala District, Tripura on behalf of the Governor ofTripura invites online percentage rate e-tender for the following work:

Name of Works	:	Construction of Beat Office cum Quarter at Golaghati Beat under Jampuijala Range under Bishalgarh FDA
Estimated Cost	:	Rs. 49,04,930.00 (Rupees forty nine lakhs four thousand nine hundred thirty) only
Bid Fee	:	Rs. 1,000.00 (Rupees one thousand) only
Earnest Money	:	Rs. 98,099.00 (Rupees ninety eight thousand ninety nine) only
Last date & time for online Bidding	:	06.11.2023up to 3:00PM

Note: The bid form sand other details including online activities should done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Member Secretary
FDA Bishalgarh, Sepahijala Tripura

ICA/C-2816/23

TENDER NOTICE

Maharaja Bir Bikram College (MBB College), Agartala invites sealed bids from interested firms for the supply, installation and commissioning of Laboratory Equipments for the departments of Botany, Physics and Environmental Science as follows.

Sl. No.	Item	Total Tender Value (including GST& IT)	Date of downloading of Documents	Last date of submission of bid documents
1	Laboratory Equipments	Rs. 98,000 (Approx.)	w.e.f. 20/10/2023	04/11/2023 @5.00 pm

The detailed specifications along with terms and conditions have been set forth in Tender Document, which can be downloaded from the website https://mbbcollege.in/.

Principal
MBB College
Agartala

ICA/C-2854/23

Notification for Walk-in-Interview

A walk-in-interview will be held on 31st October 2023 at 11 AM in the respective departments, Govt. Degree College, Santirbazar for engagement of Guest Lecturer of following subjects:

1. Bengali
2. Kok-borok
3. Political Science
4. History
5. Education
6. Botany
7. NCC
8. Yoga
9. Human Physiology
10. Environmental Studies

Candidates having 55% marks in Master Degree level in the concerned subject for UR category and 50% marks for SC/ST/PH and Ph.D degree holders may appear before the interview board with all original certificates and photocopy of the same along with an application in a plain paper at the date and time mentioned above.

Preference will be given to NET/SET/PHD candidates and appointment will be made on merit basis maintaining the reservation policy of the State Government. Payment of Remuneration (Rs. 500/- Per Class) and other terms and conditions for the appointment will be made as per guidelines/norms of the state governments,

No TA/DA will be paid for appearing the interview.

(Dr. Sibkanta Das)
(24 Acting Principal-in-charge
Govt. Degree College
Santirbazar, Tripura

ICA/C-1153/23

Notice Inviting Short Tender

Short Tender Notice is invited by the Director of ARDD, Agartala from the reputed, resourceful and bonafide authorized Distributors/Dealers/ Manufacturing firms for supply of the instruments & equipments etc. for Feed Analytical Laboratory at the State Disease Investigation Laboratory Abhoynagar, Agartala West Tripura for the year 2023-24.

The details of Short Tender, quantity, specification and Tender Documents are made available in the website (http://arddtripura,nic.in) and also may be seen at Notice Board of Directorate of State Disease Investigation Laboratory, Abhoynagar, Agartala, West Tripura. The last date/ time of submission of the Tender Documents is up to 30/10/23, 4.00 PM.

All future modification/corrigendum shall be made available in the website; So Bidders are requested to get the update themselves from the web portal only. Corrigendum if any will be published in the website of ARDD (www.arddtripura.gov.in).

Signed by
K. Sasikumar
Date: 17-10-2023 15:16:26
Director,
Animal Resources Development Dept.
Agartala, West Tripura

ICA/C-2847/23

শারদীয়া দুর্গোৎসবে ষষ্ঠীর রাতে ধর্মনগরের একটি প্যান্ডেলে দর্শনার্থীদের ভিড়।

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে তেলিয়ামুড়া বিগ বাজেটের পুজোর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ অক্টোবর।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে তেলিয়ামুড়ার বিগ বাজেটের তিন তিনটি পুজোর উদ্বোধন হলো ষষ্ঠীর বিকেলে। উল্লেখ্য থাকে,, বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসবের ষষ্ঠীর পরন্ত বিকেলে তথা শুক্রবার তেলিয়ামুড়ার তিন তিনটি বিগ বাজেটের পূজো মন্ডপের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। এদিন তিনি চপাড়ে করে তেলিয়ামুড়া খাসিয়ামঙ্গলে অবতরণ করে প্রথমে বুলেট ক্লাবের পূজো প্যান্ডেল উদ্বোধন করেন। এ বছর বুলেট ক্লাব ড্রিমল্যান্ড থিমকে সামনে রেখে দেবী দশভূজার আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। বুলেট ক্লাবের উদ্বোধনী পর্ব শেষে তিনি পৌঁছান নেতাজিনগর স্থিত নেতাজি স্মৃতি সংঘে। সেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন পূজো মণ্ডপের। এ বছর নেতাজি স্মৃতি সংঘ কাঠের পুতুল থিমকে সামনে রেখে দেবী দুর্গার আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। নেতাজিনগরের নেতাজি স্মৃতি সংঘের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে তিনি পৌঁছান তেলিয়ামুড়া করইলং স্থিত প্রোগেসিভ ইয়ুথ ক্লাবে। এবছর প্রোগেসিভ ইয়ুথ ক্লাব নারী নামক বিশেষ থিম"কে সামনে রেখে দেবী আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গুলিতে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় সহ ক্লাব গুলোর সম্পাদক সভাপতি"রা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গুলিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন,,, উন্নয়নের যে একটা বাতাবরণ গোটা ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যে বইছে তাতে করে মানুষজন উৎফুল্ল। মানুষ ভালো থাকুক; আমরাও ভালো থাকি, মানুষ শান্তিতে থাকুক; আমরাও শান্তিতে থাকি আর আমরা কথায় নয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীতি আদর্শকে সামনে রেখে এই দিশায় কাজ করে চলছে।

দুর্গোৎসবকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পুলিশের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ অক্টোবর।। দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে এবং তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিদ্র রাখতে উত্তর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে দৃঢ় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার অর্থাৎ ষষ্ঠীর দিন উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর সব নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়ে এক আলোচনা চক্র বিবিআই মাঠে সম্পন্ন করেন। তিনি জানান দুর্গা পূজা উপলক্ষে কয়েকটা দিন শান্তি শৃঙ্খলা সুদৃঢ় থাকে তার জন্য উত্তর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে ৬০০ টি এস আর কর্মী, একশ সিআরপিএফ কর্মী, ৫০০ ত্রিপুরা পুলিশ কর্মী, তাছাড়া এনসিসি, স্কাউট গাইড এবং ভলেন্টিয়ারদের নিয়োগ করা হয়েছে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। যানবাহনে চেকিং চলছে, বিভিন্ন হোটেলে হোটেলে পুলিশের চেকিং অব্যাহত রয়েছে। সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যাতে পুজোর সময় পকেটমার ইভটিজিং সহ দুষ্কৃতীদের বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে সজাগ থাকার জন্য। প্রয়োজনে মানুষ যাতে আইন নিজেদের হাতে না নিয়ে এবং কোন সন্দেহজনক কিছু ঘটলে সাথে সাথে নিরাপত্তার সাথে যারা জড়িয়ে রয়েছে তাদেরকে খবর দিতে। কারণ দুষ্কৃতীরা চাইবে সুষ্ঠু শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ কে বিনষ্ট করে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করতে। তার থেকে সাধারণ মানুষকে সজাগ

উৎসবে খাদ্য সুরক্ষায় বিক্রেতাদের নির্দেশিকা বেঁধে দিল পশ্চিম জেলাশাসক

আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার প্রত্যেক খাদ্যব্যবসায়ীদের ফুড সেফটি অ্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডার্ডস অথরিটি অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টসের নিয়ম ও নির্দেশিকা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে আজ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার। পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় এই সভার আয়োজন করে। সভায় উপস্থিত ছিলেন সিএমও ডা. র'ন বিশ্বাস, ডেপুটি ফুড সেফটি কমিশনার ডা. সুপ্রতীম বীর, সদর মহকুমার মহকুমা শাসক অরূপ দেব, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তির'ন চাকমা, মোহনপুর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক দেবযানী চৌধুরী, আগরতলা পুরনিগমের অ্যাসিস্টেন্ট মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ ছাড়াও বিভিন্ন ফাস্ট ফুড, হোটেল, মিষ্টির দোকান, রেস্টুরেন্ট, বেকারি, ভেণ্ডার ও বাজার কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকগণ। সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার আসন্ন শারদোৎসবে দর্শনার্থী ও ক্রেতাদের কাছে স্বাস্থ্যসম্মত, গুণমানসম্পন্ন ও সতেজ খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দুর্গাপূজা সকলের কাছে আনন্দের উৎসব। খাদ্যে যাতে ভেজাল না থাকে তা ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বল্প লাভে ভালো খাবার সরবরাহ করতে হবে। একবার ব্যবহৃত ভোজ্যতেল বার বার ব্যবহার করা যাবে না। তিনি বলেন, উৎসবের মরশুম সংবেদনশীল। তাই রান্নার আগে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে হাতে গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার করা যাবে না। প্রয়োজনে ক্রেতারা সঙ্গে ব্যাগ নিয়ে আসবেন। জেলাশাসক বলেন, খাদ্যে ভেজাল করলে তা প্রতিরোধে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হবে। প্রয়োজনবোধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বড় সমস্যা হলে স্বাস্থ্য দপ্তরে জানান। প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। সভায় পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. র'ন বিশ্বাস বলেন, পুজোর পর বিভিন্ন বাজারে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে ব্যবসায়ীদের নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হবে। বক্তব্য রাখেন ডেপুটি ফুড সেফটি কমিশনার ডা. সুপ্রতীম বীর ও অন্যান্য আধিকারিকগণ। আলোচনায় অংশ নিয়ে উপস্থিত ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণ খাদ্য নিরাপত্তা আইন মেনে চলার জন্য জেলা প্রশাসনকে আশ্বাস দেন।

গড প্ল্যান সামাজিক সংস্থার বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২০ অক্টোবর।। শারদীয়া দুর্গোৎসবের মহা সপ্তমীর পুণ্যলগ্নে ' গড প্ল্যান সামাজিক সংস্থার 'পক্ষ থেকে নতুন বস্ত্র বিতরণ করবে পশ্চিম কলাবাড়ীয়ার, বাহাদুর পাড়ায় বিভিন্ন জাতি-জনজাতি দুঃস্থ পরিবারের ৫০ জন শিশুদের মধ্যে,পুজোর আনন্দ এই ছোট্ট শিশুদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ায় মূল উদ্দেশ্য,উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত রয়েছেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী নিখিল চন্দ্র গোপ মহোদয়, শনিবার সকাল ১১ ঘটিকায় বাহাদুর পাড়ার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তাঁদের এই মহতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন সংস্থার সহ-সভাপতি শ্রী গৌতম সরকার, সারা বছরই তারা এই ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান করে থাকে, ইতিমধ্যেই বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠান করেছে শান্তিরবাজার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে, খাদ্য ও শিক্ষা সামগ্রিক বিতরন করা হয় আগরতলার নিলাজ্যোতি অনাথালয়ে, কম্বল বিতরণ করা হয় ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের উপজাতি ছাত্রদের মধ্যে, নতুন শাড়ি বিতরণ করা হয় বিলোনীয়া পুরপরিষদের মহিলা সাফাই কর্মীদের মধ্যে, তিনবার রক্তদান শিবির করা হয় বিলোনীয়া মহকুমায় , আগামী দিনে আরও এমন অনুষ্ঠান যেন করতে পারে তার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন সংস্থার সম্পাদক অনির্বাণ সাহা , এছাড়াও আহ্বান রাখেন প্রগতিশীল যুব সমাজের কাছে তাঁরা যেন সংস্থার সাথে যোগদান করে সমাজের উন্নতির কাজে অংশীদার হয়, এই সংস্থার পথ চলা ২০১৯ সাল থেকে।

উদ্ধার ৩০০ বোতল কাফ সিরাপ গ্রেফতার ১

কিশনগঞ্জ, ২০ অক্টোবর (হি.স.): বিহারের আরারিয়া এলাকা থেকে উদ্ধার হল প্রচুর সংখ্যক নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের বোতল। গ্রেফতার এক পাচারকারী। ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার সিমরাহা ফাঁড়ির পুলিশ উদ্ধার করে ৩০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। এই ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতার করে সুনার পট্টির বাসিন্দা সাহিলা খাতুন নামে এক পাচারকারীকে।

নতুন ভারতের নয়া যাত্রা ও সঙ্কল্পকে সংজ্ঞায়িত করছে "নমো ভারত" : প্রধানমন্ত্রী

গাজিয়াবাদ, ২০ অক্টোবর (হি.স.): প্রথম হাইস্পিড র‍্যাপিডএক্স ট্রেন পেয়েছে ভারত। শুক্রবার উত্তর প্রদেশের সাহিবাবাদ থেকে ভারতের প্রথম হাইস্পিড র‍্যাপিডএক্স ট্রেন "নমো ভারত" দেশকে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। "নমো ভারত" ট্রেন দেশকে উৎসর্গ করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'নমো ভারত ট্রেনের আধুনিকতা, দ্রুততা এবং আশ্চর্যজনক গতি রয়েছে। এই নমো ভারত ট্রেনটি নতুন ভারতের নতুন যাত্রা এবং নতুন সংকল্পকে সংজ্ঞায়িত করছে।' প্রধানমন্ত্রী এদিন দিল্লি-গাজিয়াবাদ-মেরঠ আরআরটিএস করিডোরের ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রথম অংশ উদ্বোধন করেছেন।এই উদ্বোধনের পর গাজিয়াবাদে একটি জনসভায় ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেছেন, 'এটি সমগ্র দেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আজ ভারতের প্রথম দ্রুত রেল পরিষেবা - নমো ভারত ট্রেন - শুরু হয়েছে এবং দেশকে উৎসর্গ করা হয়েছে। চার বছর আগে আমিই দিল্লি-গাজিয়াবাদ-মেরঠ আঞ্চলিক করিডোর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলাম। আজ সাহিবাবাদ থেকে দুহাই ডিপো পর্যন্ত নমো ভারত পরিষেবা শুরু হয়েছে। আমি আগেও বলেছিলাম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল জোলাইবাড়ি ফাঁড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। নেশা বিরোধী অভিযানে বিশেষ সাফল্য অর্জন করলো দেবদারু ও জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানার পুলিশ। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ট উৎসব দূর্গোৎসব। এই দূর্গোৎসবে অপ্রতিকর ঘটনা এরাতে ও নেশা বিরোধী অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং ও জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানার ওসি খোকন কুমার দাস। শুক্রবার ষষ্ঠীর পূজার রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানা এলাকা ও দেবদারু ফাঁড়ী থানা এলাকা থেকে পৃথক পৃথক অভিযানে সাফল্য অর্জন করলো দুই ফাঁড়ী থানার ওসি। এই অভিযানে নেশাসামগ্রী উদ্ধার সহ নেশা বিক্রেতাকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। নেশাকারবারীদের বিরুদ্ধে মামলা হাতে নিয়েছে দেবদারু ফাঁড়ী থানা ও জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানার পুলিশ। ওসি বকুল রিয়াং ও ওসি খোকন কুমার দাসের এই ধরনের অভিযান আগামীদিনেও জারী থাকবে বলে জানা যায়।

ট্রান্সফর্মার থেকে বেরিয়ে থাকা তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ৬, ভর্তি হাসপাতালে

হুগলি, ২০ অক্টোবর (হি.স.): রাসায়নিক বোঝাই লরি ঠেলে নিয়ে যাওয়ার পথে বিপত্তি। বিদ্যুতের তার এবং ট্রান্সফর্মারের মাঝে পড়ে তড়িদাহত মোট ৬ জন। হুগলির আরামবাগ থানার হরিণখোলার বিরাটিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।শুক্রবার সকালে হরিণখোলার বিরাটিতে একটি রাসায়নিক সার বোঝাই লরি খালি করা হচ্ছিল। সেই সময় লরিটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা যায়। বেশ কয়েকজন লরিটিকে পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তার পাশেই ছিল ট্রান্সফর্মার। ঠেলতে গিয়ে তড়িদাহত হন অন্তত ৬ জন।এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরামবাগ থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা এবং আরামবাগ থানার পুলিশের তৎপরতায় অসুস্থদের উদ্ধার করা হয়। তাঁদের আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই আপাতত চিকিৎসা চলছে সকলের।

দুর্গাপূজায় ৬০০জন টিএসআর কর্মী, ১০০জন সিআরপিএফ কর্মী সহ ৫০০জন পুলিশ কর্মী মোতায়েন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর।। দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে এবং তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিদ্র রাখতে উত্তর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে দৃঢ় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে ৬০০ টি এস আর কর্মী, একশ সিআরপিএফ কর্মী, ৫০০ ত্রিপুরা পুলিশ কর্মী, তাছাড়া এনসিসি, স্কাউট গাইড এবং ভলেন্টিয়ারদের নিয়োগ করা হয়েছে। শুক্রবার অর্থাৎ ষষ্ঠীর দিন উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর সব নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়ে এক আলোচনা চক্র বিবিআই মাঠে সম্পন্ন করেন।

তিনি জানিয়েছেন, দূর্গা পূজা উপলক্ষে কয়েকটা দিন শান্তি শৃঙ্খলা সুদৃঢ় থাকে তার জন্য উত্তর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে ৬০০ টি এস আর কর্মী, একশ সিআরপিএফ কর্মী, ৫০০ ত্রিপুরা পুলিশ কর্মী, তাছাড়া এনসিসি, স্কাউট গাইড এবং ভলেন্টিয়ারদের মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। যানবাহনে চেকিং চলছে, বিভিন্ন হোটেলে হোটেলে পুলিশের চেকিং অব্যাহত রয়েছে। সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যাতে পুজোর সময় পকেটমার ইভটিজিং সহ দুষ্কৃতীদের বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে সজাগ থাকার জন্য। প্রয়োজনে মানুষ যাতে আইন নিজেদের হাতে না নিয়ে এবং কোন সন্দেহজনক কিছু ঘটলে সাথে সাথে নিরাপত্তার সাথে যারা জড়িয়ে রয়েছে তাদেরকে খবর দিতে। কারণ দুষ্কৃতীরা চাইবে সুষ্ঠু শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ কে বিনষ্ট করে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করতে। তার থেকে সাধারণ মানুষকে সজাগ থাকতে পুলিশ সুপার জানান।তাঁর কথায়, মানুষের স্বার্থে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা পূজার দিনগুলিতে শান্তি সংশৃঙ্খলা সম্প্রীতি এবং ঐক্যের উৎসবকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সব ধরনের সহায়তা করতে প্রস্তুত।

পুজো পরিক্রমা কল্যাণপুরে

গোপাল ভট্টাচার্য, কল্যাণপুর,২০ অক্টোবর।। শিশির পড়তে শুরু করেছে। ধীরে হলেও প্রকৃতি তার শরতের রূপের ডানা মেলছে। মহা পুজো একদম দরজায় কড়া নাড়ছে। দেবী দুর্গতিনাশিনী আসছেন। সকলেই পুজোর কয়েকটা দিন সম্বৎসরের দুঃখ ভুলে একটু আনন্দ করার অপেক্ষায়। কিন্তু ক্রমাগত দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি মানুষ কে অনেকটাই চাপে রেখেছে। কিন্তু এর পরেও আগমনী বার্তা ধ্বনিত হয়ে গেছে। প্রস্তুত মায়ের আপামর ভক্ত কূল। পুজো তে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর যে একটা জোয়ার ছিলো। এবার কোন পুজো কমিটির সাথে কথা বলেই কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর খবর পাওয়া যায় নি। কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ছোট বড় মিলিয়ে পুজো হচ্ছে অনেক। এর মধ্যে সমতল পাহাড় মিলিয়ে কল্যাণপুর থানার অধীন পুজোর সংখ্যাই ৮০ এর বেশী। তবে লাখোয়ারি পুজোর ব্যাপারে কল্যাণপুর কে টেক্কা এবার দিচ্ছে একই বিধানসভা কেন্দ্রের চেবরী। এবার টি এস আর ষষ্ঠ বাহিনীর পুজো তেমন বড় নয় বলেই খবর। অন্যান্য বছর এই পুজোই খোয়াই জেলার শ্রেষ্ঠ পুজো হিসাবে গণ্য হতো। ভীড় ও হতো প্রচন্ড। এবার পুজোর দিনগুলো তে ট্রাফিক ব্যবস্থা ঠিক ঠাক রাখতে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন কল্যাণপুর থানার ওসি তাপস মালাকার।

শান্তিপ্রিয় সংঘ :- দক্ষিণ দুর্গাপুরের রতিয়ার এই পুজো বিধায়কের পুজো বলেই খ্যাত। কল্যাণপুরে থানার অধীন সব চেয়ে বেশী বাজেটের পুজো এটি। পাঁচ লাখ টাকা বাজেট ধরা হয়েছে। তৈরী হচ্ছে সাদা খয়েরি রং এর কাল্পনিক মণ্ডপ। কাঠ কাপড়ের মণ্ডপ তৈরী করছেন স্থানীয় শিল্পী সুদীপ দাস বলে জানালেন কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সেন। প্রায় ৭০ ফুট উঁচু এবং প্রস্থে ৯০ ফুট মণ্ডপ মাথা তুলেছে। প্রতিমা তৈরী করছেন স্থানীয় শিল্পী অজয় দেব। আলোকসজ্জায় থাকছে জয়গুরু ইলেকট্রনিক্স। আমার মাটি আমার দেশ এই কর্মসূচী ও পুজোর দিন গুলোতে ফুটিয়ে তোলা হবে বলে ক্লাবের তরফে জানানো হয়। নবমী দিন সবাই কে মহাপ্রসাদ খাওয়ানো হবে। যেহেতু এই পুজো বিধায়ক এর নিজের পুজো তাই কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী এই পুজো তেই বেশী সময় ব্যয় করেন।

নেতাজী ক্লাব :- চার লাখ টাকার বাজেটে এই পুজোর মূল আকর্ষণ হলো দেবী দুর্গার ২১ টি রূপ প্রদর্শন। তুইসিনদ্রাই এর রাকেশ পাল ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা দিয়ে প্রতিমা তৈরী করছেন। মণ্ডপে থাকবে বাঁশের কাজ। এই পুজো কমিটির সভাপতি শুভপ্রিয় বর্মন এবং সম্পাদক বিপ্লব দেব। ষষ্ঠীর দিন বস্ত্র বিতরন হবে এবং পুজো উদ্বোধন করবেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলে উদ্যোক্তারা জানালেন। নবমী দিন বিতরণ করা হবে অন্ন ভোগ।

বাঘাযতীন ক্লাব :- দুই থেকে আড়াই লাখ টাকার মধ্যে এই ক্লাব মাতৃ আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। আশ্চর্য জনক ভাবে এদের মণ্ডপের চুড়া চন্দ্রায়ন ২ এর মতো। সাম্প্রতিক চন্দ্রায়ন ৩ এর মতো না। সাদা রং কে গুরুত্ব দিয়েই মণ্ডপ তৈরী হচ্ছে। সভাপতি কেশব পাল জানালেন মণ্ডপ তৈরী করছেন সুদীপ দাস, । প্রতিমা আসছে মোহরছড়া থেকে। লাইট এবং সাউন্ড এ থাকছেন বিমল দাস। তারা চাইছে ভি আই পি দের তো সবাই সংবর্ধনা দেয়। কিন্তু এই ক্লাবের ইচ্ছা যে সব প্রবীন কৃষকরা আমাদের অন্ন যোগায় তাদের কয়েকজন কে সংবর্ধনা দেবার।

একত্র সংঘ :- কুটির শিল্প কে গুরুত্ব দিয়ে এবার এই ক্লাবের পুজো হচ্ছে। মণ্ডপ তৈরী হচ্ছে বাঁশ বেত দিয়ে শুনিপুন ভাবে। এই ক্লাবের বাজেট চার লাখ টাকা। ৩৬ হাজার টাকা দামের প্রতিমা তৈরী করছেন চেবরীর নির্মল পাল বলে জানান ক্লাব সদস্য প্রজ্জ্বল কৃষ্ণ মহারত্ন। এই পুজো কমিটির সম্পাদক বাবুল দে। বাজার কলোনীর এই ছিমছাম পুজো প্রতি বারই দেবী দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে।

চেতনা সংঘ :- মাত্র দুই লাখ টাকা বাজেটে কাল্পনিক কাঠ কাপড়ের মণ্ডপে দেবী দশভুজা তিন দিন পূজিতা হবেন। গেরুয়া হলুদ এর মধ্যে নীল রং এর বর্ডার দিয়ে মণ্ডপ তৈরী হচ্ছে। ক্লাব সদস্যরাই মণ্ডপ তৈরী করছেন। প্রতিমা আনা হচ্ছে মোহরছড়া থেকে। এই পুজো কমিটির সভাপতি অনন্ত দেবনাথ এবং সম্পাদক রাকেশ দেবনাথ।

সূর্যতরুণ সংঘ :- কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের চেবরীর এই পুজো এবার ৪৪ তম বছরে পা দিলো।সবচেয়ে বড় বাজেটের পুজো এটি। ক্লাবের তরফে জানানো হয় ১২ লাখ টাকা বাজেটে হুবুহু আগরতলা রেল স্টেশন এর অনুকরণে মণ্ডপ তৈরী হচ্ছে। মন্ডপ তৈরী করছেন তেলিয়ামুড়ার মণ্ডপ শিল্পী পিন্টু সাহা। কাঠ কাপড় দিয়েই সাদা রং এর মণ্ডপ তৈরী হচ্ছে। এক লাখ টাকা দামের প্রতিমা তৈরী করছেন নির্মল পাল। আলোকসজ্জার কি বৈশিষ্ট তা ক্লাবের তরফ থেকে সারপ্রাইজ রাখা হয়েছে। এই পুজোর সভাপতি তপন শুক্ল দাস এ তথ্য জানান। পুজো কমিটির সম্পাদক হলেন চয়ন আচার্য্য।

লোটাস ক্লাব :- চেবরীর এই ক্লাবও সাত লাখ টাকা বাজেটে চমক দিতে চাইছে। ক্লাবের গোকুল রায় জানালেন চন্দ্রযান ৩ এর অনুকরণে বাঁশ, কাঠ, কাপড় ও চট দিয়ে মণ্ডপ তৈরী হচ্ছে। মণ্ডপ শিল্পী স্থানীয় দিপুরাম সূত্রধর। দুই লাখ টাকা দামের প্রতিমা বানাচ্ছেন রাধাকান্ত রায়। এই পুজো তে মায়ের ১০১ টি রূপ প্রদর্শিত হবে। পুজো কমিটির সভাপতি রঞ্জিত বিশ্বাস এবং সম্পাদক শ্যামল দাস। অষ্টমীর দিন অন্ন ভোগ খাওয়ানো হবে। এখন পর্যন্ত ঠিক আছে দুঃস্থ দের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ ও।

এছাড়াও পুজো হচ্ছে নিষ্ঠাভরে কল্যাণপুর বাজার, বাজার কলোনী কালীবাড়ি, থানা সংলগ্ন সার্বজনীন সহ জনজাতি অধ্যায়ুসিত একরাই বাজার, অধুনিয়া, রজনীসর্দার পাড়া, দক্ষিণ ঘিলাতলী, বড় ময়দান, পশ্চিম কুঞ্জবন, বাগান বাজার, তোতাবাড়ি সহ কল্যাণপুর মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন ইউঙ ব্লাড ক্লাব, ঘিলাতলীর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ক্লাব সহ বিভিন্ন জায়গায়।

শান্তিরবাজার মহকুমার বিগ বাজেটের পূজার উদ্বোধনে মন্ত্রী শুক্লাচরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২০ অক্টোবর।। দক্ষিন জোলাইবাড়ীর সাগরডেপা এলাকায় বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার এন্ড ক্লাবের উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার মহকুমায় সবচেয়ে বিগ বাজেটের পূজা অনুষ্ঠীত করাহচ্ছে। ২৫ লক্ষটাকা বাজেটের এই পূজা টি করাহচ্ছে। মায়াপুরের ইস্কন মন্দিরের থীমকে সামনে রেখে এই পূজা করাহচ্ছে। শুক্রবার ষষ্ঠীর রাতে এই পূজা পেন্ডেল সকলেরজন্য উন্মুক্ত করেদিলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। জোলাইবাড়ীতে পরিবর্তনের পর এইপ্রথমবারের মতো মন্ত্রীর হাতধরে পূজা উদ্ভোধন করতে দেখতে পাচ্ছেন জোলাইবাড়ীবাসী। আগামীকাল এই পূজা পরিদর্শনে আসছেন ত্রিপুরার জনপ্রীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডাক্তার মানিক সাহা। আজকের এই উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতেগিয়ে মন্ত্রী শুক্লচরন নোয়াতিয়া আগামীকাল জনপ্রীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কিভাবে জোলাইবাড়ী বিধানসভাতে স্বাগত করাযায় তানিয়ে কিছু বক্তব্য তুলেধরলেন। তারপাশাপাশি নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের ডাকদিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। পূজারমধ্যে নেশা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।